ইস্কুল

(স্ত্রীভূমিকা বর্জ্জিত ছেলেদের নাটক)

শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়

প্রাপ্তিস্থান
বৈকুণ্ঠ বুক হাউস
১৮৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

ইস্কুল

চরিত্র

হেড্‌মাষ্টার	বসন্ত বাবু	সাধন	বেয়ারা
যত্থু মাষ্টার	কুমার নাথ	ভোলা	ভৈরব
হরিপদ ,,	বরকর্ত্তা	গব্‌রা	রামতারণ
হরপ্রসাদ ,,	শ্রীবিলাস বাবু	বুদ্ধু	
নগেন ,,	হর্ষ বাবু	১ম স্বেচ্ছাসেবক	
পণ্ডিত	দেবেন বাবু	স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী	
		১ম ছাত্র	
বিরাজ মাষ্টার	মহেশ্বর ,,	২য় ছাত্র	
ভুবন ,,	যুবক	৩য় ,,	
		৪র্থ ,,	
		প্রদীপ	
		ছাত্রদল	
		বিজন	

ছেলেরা

চরিত্র

কাল্পনিক	সামাজিক	
যাত্রী	মথুর	বুকিং ক্লার্ক
কবি	ভানু	ফ্যাক্টরী একাউণ্ট্যাণ্ট
বিদ্যাসাগর	পণ্ডিত মহাশয় শিক্ষক ও সুপারিনটেনডেণ্ট	
মধুসূদন	অরুণ	ছাত্র
রাজনারায়ণ	তালপাত্র	ছাত্র
	বিষ্টু	ছাত্র
	বাসু	ছাত্র
	গোপী	ছাত্র
	ভিখারী	
	ঠিকাদার	
	ছাত্রদল।	

ইস্কুল

—প্রথম—

একটি খোলা মাঠ। সন্ধ্যার অন্ধকার। দূরে চাঁদ উঠিতেছে। একপার্শ্বে কতগুলি ছোট বড় গাছের ঘন সন্নিবেশ। কয়েকটি পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া ইতস্ততঃ বিদ্যমান। একটি কিশোর এধার-ওধার চাহিয়া কিছু খুঁজিতেছে উপরের দিকে। পিছন হইতে তাহারই ইস্কুলের মাষ্টার যদুবাবু প্রবেশ করেন। যদুবাবুর বয়স মাঝামাঝি।

যদু। এ্যাই—তুমি সাধন না- হুঁ, কোথায় চলেছ?

সাধন। আজ্ঞে, কোথাও নয় স্যর—

যদু। উঁ, কোথাও নয়, চলেছ- তবু কোথাও নয়!

সাধন। আজ্ঞে, চলিনি স্যর।

যদু। তবু মিছে কথা বলবে?

সাধন। আজ্ঞে বলিনি স্যর!

যদু। বলনি-বলনি! তবে কি করছ?

সাধন। আজ্ঞে কিছু করিনি স্যর।

যদু। (রাগতভাবে কান ধরিতে উদ্যত) তবে-তবে মূর্খ!

সাধন। (যন্ত্রবৎ কান হাতচাপা দিয়া) মানে, আমি, কর্তাটার সঙ্গে কোন্ ক্রিয়া' বসেছে, সেই কথা স্যর?

যদু। মূর্খ। ইস্কুলে গিয়ে একেবারে তোতাপাখী ব'নে এসেছ মনুষ্যত্ব থাকবেনা কিছু? এঁ্যা!—ওহ্ (গাম্ভীর্যে) that's right, কোন্ ক্রিয়া—yes?

সাধন। দেখছি স্যর।

যদু। দেখছ! মানে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখছ!

সাধন। হ্যাঁ স্যর চাঁদ দেখছি।

যদু। চাঁদ দেখছ! চাঁদ দেখছ! You—চাঁদ দেখছ! তুমি!—মানে –

সাধন। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যর চাঁদ উঠছে, দেখছেন না!

যদু। চাঁদ উঠছে···(অন্যমনস্কভাবে) চাঁদ উঠছে। তাই তো চাঁদ উঠছে···

(চুপি চুপি সাধনের প্রস্থান)

কিন্তু ছাত্রদের অধ্যয়নই তপস্যা। তবু চাঁদ ওঠে, চাঁদ তোমাদের ডাকে, তোমরা তা দেখ। তোতাপাখী তোমরা, তা দেখও বটে। হুঁ·· কিন্তু কেন ছাখ!···ওহ্·· কোথায় গেল?

(সসঙ্কোচে এধার ওধার তাকাইয়া বসিয়া পড়িলেন)

চাঁদ উঠছে! (আপন মনে হাসিয়া) হেঁ ..হেঁ চাঁদ উঠছে। চন্দ্র হচ্ছে একটি···উঁহু···no, চাঁদ উঠছে। ওটা উপগ্রহ নয়, গোল নয়, স্নিগ্ধ নয়—ওটা চাঁদ। ঠিকই। চাঁদ উঠছে···হা···হা···হা···। কিন্তু চল্লিশ বছর পর আজ চাঁদ উঠল—না—রোজ এমনিই উঠেছিল!

[বসন্ত কেরাণীর প্রবেশ]

বসন্ত। আরে মাষ্টার মশাই, এখানে এই মাঠের মধ্যে একা বসে আছেন?

যদু। (অন্যমনস্কভাবে হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া) এ্যাঁ, মাঠের ভেতর। (কি মনে করিয়া আবার বসিয়া পড়িলেন) হ্যাঁ—তা মাঠের ভেতর বসে আছিই তো! আশ্চর্য নয়! তা আশ্চর্য হবারই কথা। সেই ছাত্রাবস্থায় মাঠে বসতাম। আর এই চল্লিশ বছর পর। তখন আমরা এই ধরুনগে'

থার্ড ক্লাশে। প্রায়ই তখন পূর্ণিমার রাতে জ্যোৎস্নায় মাঠে বসে থাকতাম, বাড়ীর কাছেই মাঠ ছিল কিনা—সে ভারী মজার দিন গেছে কিন্তু!

বসন্ত। হেঁ-হেঁ তা, যা' বলেছেন।

যদু। উঁ, আচ্ছা, আপনি চাঁদ দেখেছেন কোনদিন।

বসন্ত। তা আবার দেখিনি! খুব দেখেছি!

যদু। কি রকম দেখেছেন, বলুন তো!

বসন্ত। কি রকম! এই ধরুনগে'—ধরুন—জ্যোৎস্না আছে!

যদু। মূর্খ!

বসন্ত। (অপ্রতিভ হইয়া) আজ্ঞে!

যদু। আপনাকে নয়। ওটা মাষ্টারী জীবনের একটা বুলি। কিন্তু আপনি অনেকদিন চাঁদ দেখেননি।

বসন্ত। আজ্ঞে, তা দেখব কোত্থেকে বলুন? আজ দশ বছর ডেইলী প্যাসেঞ্জারী কচ্ছি, ভোর পাঁচটার গাড়ীতে যেতে হয়। আসি সাড়ে দশটায়। এসেই চাট্টি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। আজকে নেহাৎ ছুটির দিন—নতুবা...হুঁ চাঁদ দেখব! জানেন, তিনটি ছেলে-মেয়ে, লম্বায় যে কত বড় বলতে পারিনে। মাছের মাপ দিয়ে বলতে হয়, এতবড়, এতবড় এতবড়। ওপরের দিকে তাকানোর ফুর্সৎই পাইনে। তার চাঁদ। দেখি যা—তা ঐ সাহেবের মুখ, জ্যোৎস্না আর রোদ্দুর।

যদু। That's right. দেখেন যা তা ঐ রোদ্দুর আর জ্যোৎস্নাটুকু।

বসন্ত। আজ্ঞে হেঁ!

যদু। আজ দেখুন, কেমন চাঁদ উঠেছে—কই বসুন!

বসন্ত। আজ্ঞে আমার বড্ড তাড়া।

যদু। তাড়া? হুঁ, আচ্ছা বসন্তবাবু—আপনি গান জানেন?

বসন্ত। গান? পাগল হয়েছেন যদুবাবু! সে সব কবে ছেড়ে দিয়েছি! আপনার টুইসানী নাই আজ?

যদু। that's right টুইসানী থাকবে বৈ কি।

(উঠিয়া পড়িলেন)

বসন্ত। ছুটির দিনেও?

যদু। হেঁ হেঁ হেঁ—টুইসানী।

(দুইদিক দিয়া উভয়ের প্রস্থান)

(ধীরে ধীরে জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠিল। যেটুকু অন্ধকার তাহাও কাটিয়া গেল। রাত্রি অনেকটা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিছুপর ঐস্থানেই সাধন আর তার সঙ্গী ভোলা প্রবেশ করে)

সাধন। বেরিয়ে আয় ভোলা। এধার দিয়ে। একদম আমরা বাগানের পেছনটার গিয়ে পড়ব, একেবারে না-চৌকির দিকটা।

ভোলা। না ভাই আমার ভয় করে।

সাধন। বেরিয়ে আয়না গাধাটা, ভয় পেলে—পেটের খিদে মিটবে?

ভোলা। তাই বলে ডাব চুরি করে বিক্রী করব, আর সেই পয়সা দিয়ে—

সাধন। যা, যা, ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্টির। আমার কত বিপদ জানিস? কাল পয়লা ঘণ্টায় ঐ that's rightটার ট্রেনশ্লেসন দেখাতে হবে। নতুবা টুটি টিপে মেরে ফেলবে। ব্যাটা—ডাককু কোথাকার। দ্বিতীয় ঘণ্টায় অঙ্কের মাষ্টার। দেখেছিস তার গোঁফ। হুঁ-হু বাব্বা সে গোঁফের সামনে নাকি এককালে মত্তে গুণ্ডার রক্ত বরফ হয়ে যেতো। তার taskও হয়নি।

ভোলা। না ভাই, তোমার অঙ্ককসা উচিত ছিল।

সাধন। ধেৎ বেকুব কোথাকার! অঙ্ক নাকি। জ্যামিতি। যত-সব উল্টো জিনিস। ঐ গু'ণ্ডোটা একটানে একটা বাঁকা রেখা আঁকলেন, বললেন সরল রেখা। হুঁ—ও যদি সরল রেখা তবে ঐ ডাব্‌গাছটাও সরল রেখা। পয়েণ্ট একে বলে—এক যায়গায় দুটো জিনিস একই

সময়ে থাকতে পারেনা। হুঁ···যত সব। ঐ পয়েণ্টের উপর আমি একটা চালের বস্তা পর্যন্ত রাখতে পারি। দুটো জিনিস রাখা যায়না ?

ভোলা। কিন্তু বেশ ব্যাপার কিন্তু !

সাধন। বেশ ব্যাপার, বেশ ব্যাপার।···আচ্ছা বেশ ব্যাপারই সই। চল ওদিকে, তাড়াতাড়ি চল। রাত্তির হয়ে যাচ্ছে। হুঁ ..বেশ ব্যাপার ! তুইতো আর লেখাপড়া শিখবিনি তুই কি বুঝবি এ, 'বেশ' এর মর্ম !

ভোলা। বারে ! আমি কিরে শিখব ? বোলে—দুটো ভাই আর মায়ের খাওয়াই জোটাতে পারিনে···তার আবার···

সাধন। তবে যে, সাধুগিরি ফলাচ্ছিস ! ডাব পেড়ে···এ···হ্যাকা কোথাকার।

খেতে না পেলে, কেউ খেতে দেবেনা জানিস ? চল এদিকে আয়।

ভোলা। কিন্তু—

সাধন। কিন্তু কি রে ? ধরা পড়লে ? হুঁ সে দেখা যাবে তখন। তুই বেশ ভালো করে দড়িটা ধরে রাখিস।

ভোলা। কিন্তু অত ডাব ঐ জগড়ূর আড়ত পর্যন্ত নিয়ে যাব কি করে ?

সাধন। তুই তো আচ্ছা আহাম্মক···ঐ দেখ।

ভোলা। গোরুর গাড়ী। তাতো দেখলাম···গোরু কোথায় ?

সাধন। তোর কাছে এখন সব নিকেশ দিতে হবে ? গাধা কোথাকার। গোরুশুদ্ধ বুঝি গোরুর গাড়ী সরিয়ে আনা যায় ? ডাবগুলো চাপিয়ে দিয়ে সোজা আমরা টেনে নিয়ে যাব। রবার দিয়ে চাকা মোড়া আছে, কষ্ট হবেনা। মানে, আমরাই গোরু···বুঝলি না।··· হুঁ চল্।

—দ্বিতীয়—

[প্রদীপের পড়িবার ঘর, ঘর তো নয় যেন বাড়ীর সুসজ্জার বিজ্ঞাপন। বেয়ারা আসিয়া বই-পত্তর রাখিয়া দেয়। যদু মাষ্টার বসিয়া আছেন, অনেকটা বাহিরের জানালার দিকে তাকাইয়া।]

বেয়ারা। খোঁকাবাবু আস্‌হিতেছেন।

যদু। ওঃ—ইয়ে বেয়ারা, আচ্ছা তুই চাঁদ দেখেছিস ?

বেয়ারা। চাঁদ! চন্দর, উ হামি তো হামেসাই দেখিছি মাষ্টারবাবু। আহ—ই য়ে ভারী সোন্দর আছে বাবুজী, জীয়ন্‌ একদম তুলসীদাস বন্‌ যায় হুঁ!

যদু। thats right, তুলসীদাস বন্‌ যায়—মানে কবি বন্‌ যায়—কেমন ?

বেয়ারা। হুঁ, সোভি বলতে পারেন; লেকিন খোঁকাবাবু আস্‌হিছেন।

যদু। thats right, তোর মত ক'রে ঐ বসন্ত কেরাণী বলতে পারে না—অথচ নাম্ কিন্তু বসন্ত!

বেয়ারা। আরে বাবু, যা বলিয়েছেন। বসন্‌ত···হাঁ-হাঁ-হাঁ ব—সন্‌ত, লেকিন খোঁকাবাবু আসিয়েছেন।

(প্রদীপ এল। যেন রাজ দরবারে প্রবেশ করে রাজকুমার। অভিজাত্য বিদ্যুতের আলোয় তার গা থেকে চারিদিকে ঠিকরিয়া পড়ে।]

যদু। বস প্রদীপ।

[প্রদীপ একটি দেয়ালে বসে। বেয়ারা সেখানকার আলোটি জেলে দেয়]

বই খোল।

প্র। কোন্ বই!

যদু। কোন্ বই! আচ্ছা ইংরেজিটাই খোল। কাল কি পড়া আছে! Alexander and the African chief?

প্র। হ্যাঁ।

যদু। আচ্ছা গল্পটা আগে শোন।

প্র। গল্প? কিন্তু পড়া আছে যে। সমস্ত word meaning লিখিতে হবে না?

যদু। লিখতে তো হবেই। কিন্তু তার আগে ব্যাপারটা শোন।

আলেকজান্দার কে—তাতো জানই। দিগ্বিজয়ী গ্রীক বীর। আফ্রিকা গিয়েছেন। নীল নদের তীরে রাজ্যটা। অনেক সোনা দানা আছে খবর পাওয়া গেছে।

প্র। অনেক সোনাদানা?

যদু। উঁ

প্র। মানে, অ-নে-ক?

যদু। হুঁ, অনেক।

প্র। স্বর্ণ অতি মূল্যবান ধাতু স্যর!

যদু। তাই নাকি? ও···হ্যাঁ, হ্যা তা শোন। সেই সোনার লোভে আলেকজান্দার ছুটলেন বন নদী পার হয়ে। পেছনে ছুটল তার লস্কর। কিন্তু সেখানে রাজা ছিল না। ছিল মোড়ল।

প্র। রাজা ছিল না স্যর?

যদু। হুঁ তারা অসভ্য কিনা! তাই রাজা ছিল না, ছিলনা রত্নে মোড়া রাজসিংহাসন। ছিলনা তরোয়াল ধারী সেনাপতি। তাদের কাছে হয়ত হাতি ঘোড়াকেও দাস করা হয়নি। মানুষ, তো ছাড়। তারা অসভ্যই।

প্র। তাই বলুন, অসভ্য—নতুবা এত সোণা মাটিতে থাকে ?

যদু। আঁ—হ্যা। কিন্তু ব্যাপারটা দেখ……এ্যাঁ কি বললে, অসভ্য ! তাই সোণা মাটিতে থাকে ? thats right, ঠিক বলেছ। তারা অসভ্য। খাবার জন্যে ক্ষুধায় কাতর হয়ে তারা পশু শিকার করে, হয়ত মানুষও, সার্কাস দেখাবার জন্যে, সিনেমার জন্যে বাঘকে বন্দী করেনা। ক্ষুধাকে তারা সামলাতে পারে না—তাই তারা কাঁচা মাংস খায়। তাদের প্রয়োজন আছে, লোভ নেই—এরাই অসভ্য।

আলেকজান্দার এলেন সেখানে। জানো তো অসভ্য-রা অতিথিকে বড় সমাদর করে। আলেকজান্দারকে খেতে দিল—ভারে ভারে সোণার তৈরি জিনিষ খাবার জন্যে এল।

প্র। সোণা কি খাওয়া যায় নাকি ?

যদু। thats right, সোণা কি খাওয়া যায় ? অথচ সোণার জন্যে মানুষ মানুষের রাজ্য জয় করে ? মানুষ মানুষের গলা কাটে, মানুষ মানুষকে অপমান করে, তোলে উচু নীচু ভেদের কোঠা। আলেকজান্দারও খেতে পারলেন না—কারণ তিনি ও যে মানুষ। সাময়িক উত্তেজনায় ভুলে গেলে হবে কি যে বিজিত-রা তাঁর মত মানুষ নয়, ঠিক সময়ে দেখলেন—তিনিও তাদের মত মানুষই। সর্দ্দার বল্লেন—তুমি যদি খেতেই না পারবে তবে এতদূর এসেছ কিসের লোভে ?

প্র। এদিকটা আমি পড়েছি—এ ভালো লাগছেনা। ঐ ব্যাখ্যাটা বুঝিয়ে দিন যেখানে বলছে—তোমাদের দেশে সূর্য্য কি ওঠে—বৃষ্টি কি হয় ?

যদু। হাঁ্যা, সেই কথাই তো বলছি। মানুষের ওপর মানুষের এমন বঞ্চনা, তবু ভগবান কি সে দেশে সূর্য চন্দ্র ওঠান ? চন্দ্র সূর্য—ভালো কথা চন্দ্র দেখেছ ? মানে চাঁদ ?

প্র। চাঁদ? হাঁ দেখেছি।

যদু। বলত কেমন?

প্র। চন্দ্র সুস্নিগ্ধ।

যদু। ও-তো বইয়ের কথা।

প্র। সেবার একটা ইংরেজি চলা-ছবিতে দেখেছিলাম—চাঁদ মেঘের আড়ালে তর-তর করে কেঁপে চলেছে।

যদু। মূর্খ, ছবিতেই কেবল দেখেছ?

প্র। বইয়েও লেখা আছে, চাঁদের মতো মনোরম আর কিছু নেই।

যদু। মূর্খ, আকাশে দেখনি?

প্র আকাশে, হাঁ—আকাশেও দেখেছি। কিন্তু আকাশের চাঁদের চেয়ে সেই ছবিতে যা দেখেছিলাম—সেইটেই বড় চমৎকার!

যদু। (বস গিয়া, প্রদীপের কান ধরিয়া) you idiot এদিকে এস—দেখ এই জানালা দিযে, ঐ আম গাছটার মাথার উপর দিয়ে কেমন চাঁদ উঠছে দেখ, সমস্ত গাছপালা ঘরবাড়ী কেমন ভেসে চলেছে, দেখ চাঁদ দেখ—মনে হচ্ছে তোমার ঘরের ঐ আলোটাকে কেমন ব্যঙ্গ করে, সমস্ত পৃথিবীটাকে ছড়িয়ে দিয়েছে তার প্রভাব তোমার এই আলো কে জগতে কেউ চায় না, চায়—আচ্ছা দাঁড়াও, আলোটা নিভিয়ে দিয়ে আসি—

[আলোটা নিভিয়ে দিতেই এক ঝলক জ্যোৎস্না এসে পড়ল ঘরে]

দেখেছ, দেখেছ আহম্মুক চাঁদের জোয়ার! ঐ চাঁদের লোভে নদীর জল, সাগরের জল আনন্দে ফুলে ফেঁপে ওঠে—আর মানুষের মন, যে মানুষ একদিন জল থেকেই জন্মগ্রহণ করেছিল—সেই মানুষ চাঁদের আলো কে পরিত্যাগ করে বিজলী বাতি সাজিয়ে গৃহকোণে বসে থাকে—

প্র। কিন্তু আমার ভয় করছে!

যদু। ভয়? চাঁদের আলো দেখে ভয়! মূর্খ—চাঁদের আলো যে ভগবানের আশীর্ব্বাদ, নির্ম্মাল্য!

প্র। আজ্ঞে অন্ধকার ঘরে—

যদু। অন্ধকার! মূর্খ.........thats right (হতাশ হইয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া) তোমার এ অন্ধকার ঘুচবে না।

[প্রদীপের বাপ কুমারনাথ বাবু প্রবেশ করিলেন--তিনি ব্যারিষ্টার, তা যতদূর সম্ভব সেই ঢঙ্টি তার চলনে ও বলনে প্রকাশ করিলেন।]

কুমার। এ কি! অন্ধকারে ভূত-ভূত খেলছেন নাকি মাষ্টার মশাই?

যদু। এটা একটা ভূতের মতই কথা হল বটে, চাঁদের আলো তাও অন্ধকার!

কুমার। (সহাস্যে) তা হলেও চাঁদের আলোয় তো আর পড়া চলে না; এই বেয়ারা?

(আলো জ্বালিতে বেয়ারা-কে ইঙ্গিত করেন)

যদু। খবর্দার! আলো জ্বালবেন না মশায় প্রদীপকে আজ চাঁদ দেখাচ্ছি।

কুমার। (গম্ভীরভাবে) চাঁদ দেখাচ্ছেন! আর পড়া?

যদু। পড়ায় কচু হয় ব্যারিষ্টার সাহেব, কচু হয়।

কুমার। কিন্তু চাঁদ দেখেই বা কি হয়? ও আবার দেখবার কি আছে? রোজই ওঠে রোজই নেবে। পনের দিন ওঠেনা—তার আবার দেখবার কি আছে?

যদু। দেখবার কি আছে? মূর্খ— (সম্বোধনে কুমার নাথ বিস্মিত)।

কুমার। প্রদীপ, তুমি এখান থেকে একটু যাওতো (প্রদীপ চলিয়া গেল)

জানেন মাষ্টার মশাই, কলকাতা থাকি সবসময়ে নজর রাখতে পারিনে। কিন্তু শুনলাম, পড়াশুনায প্রদীপ ক্রমেই নেমে যাচ্ছে এখন বুঝতে পাচ্ছি এই চাঁদ দেখে-দেখেই ওর মাথাটা বিগড়ে যাচ্ছে।

যদু। আজ্ঞে না সাহেব। চাঁদ ও দেখেইনি, তাই আজ দেখাচ্ছিলাম।

কুমার। তা দেখবে, যখন ও astronomy পড়বে তখন চাঁদ দেখবে গ্রহ তারকা দেখবে।

যদু। দেখবে! astronomy পড়বার আগে আর দেখবার দরকার নেই! Text book এ না থাকলে সে নদী দেখবে না, পাহাড় দেখবে না, সাগর দেখবে না?

কুমার। একটা rough idea যেটুকু থাকার দরকার তা তো আছেই। সেবার কালিম্পং গিযেছিল, পুরীতে সমুদ্র দেখেছে, ক্রমে ক্রমে আর সব হবে।

যদু। ক্রমে ক্রমে হবে! মূর্খ (কুমার চমকাইলেন) কিছু হবেনা, আমার আজ চল্লিশ বছর চাঁদ দেখা হয়নি তা জানেন?

কুমাব। তাতে কি হয়েছে, আমিত আজ পঁচিশ বছর চাঁদ দেখিনি তাতে কিছু কি আমার ক্ষেতি হযেছে? প্রদীপ লেখাপড়া এখন শিখুক, পরে না হয়

যদু। পরে পরে! লেখাপড়া শিখে কিছু হয় না, আমার কি হয়েছে, আপনার কি হযেছে জীবনের কতটুকু পরিবর্তন আনতে পেরেছি আমরা?

কুমার। পরিবর্তন হয়ত আপনার জীবনের আসে নি। কিন্তু সে যাক। তাই যদি না হবে তবে আপনাকে আমি রেখেছি কেন?

যদু। thats the point. আমাকে আপনি রেখেছিলেন কেন। আমাকে রেখেছেন, যাতে আপনার ছেলেকে আমি মানুষ ক'রে দিতে পারি, যাতে সে চরিত্রহীন না হয়, জোচ্চোর না হয়; লম্পট না হয়, যাতে আপনার সম্পত্তি সে গতানুগতিক ভাবে সপ্তমপুরুষ পর্যন্ত গড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে এই সম্পত্তি গড়ানটুকুকেই আপনি বলেন পরিবর্তন, আপনি বলেন লেখাপড়া?

কুমার। নিশ্চয়। অন্তত সন্ন্যাসী হতে তো নয়ই।

যদু। মুর্খ! সন্ন্যাসীর কথা নয়, তবে লেখাপড়া শিখবার আর এক অর্থ আছে তা হল, আপনি যে পরিবর্তনটাকে গর্ব্ব করেন অর্থাৎ 'আমি দারিদ্র নিয়েই থাকলাম' এই যে আপনার উপেক্ষা সেই গর্ব্ব আর উপেক্ষার অর্থহীন বুক ফোলান নিবুদ্ধিতাকে বিনষ্ট করা বিশ্ব সম্বন্ধে সত্যবোধ জাগ্রৎ করা।

কুমার। সেটা কি শুধু চাঁদ দেখিয়েই হবে?

যদু। শুধু চাঁদ দেখিয়ে? মুর্খ।

কুমার। আপনি একটা ভণ্ড (ক্রুদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া পড়িলেন)

যদু। ভণ্ড! thats' right, ঠিক বলেছেন। আমি অশিক্ষিত, বইয়ের ভাষায় যা শিখি তার বেশী শিক্ষা লাভ হয় নি। কেবল third person Singular number এ 's' যোগ করেই গেলাম, আর কিছু নয়। কোথায় বস্তু সম্বন্ধে সত্যকার চেতনা thats right এই বই—এই বই এই বই (প্রত্যেকখানা বই সজোরে মেজেতে ফেলিতে লাগিলেন) এই বই কিছুনা-কিছুনা-কিছুনা।

কুমার। আপনি কি পাগলামি আরম্ভ করলেন?

যদু। এঁ্যা......হ্যাঁ, পঞ্চাশ বছর পর আজ বুঝতে পেরেছি সাহেব যে আমি পাগল, এই সব বই-ই আমাকে পাগল করেছে, জীবনটা ব্যর্থ করেছে। উহ্ এরই মোহে পড়ে আমি একটা ছেলেকেও

মানুষ করতে পারিনি। আমি শিক্ষক! কিসের শিক্ষক; ভাষার শিক্ষক; মানুষ কি এখনও কথা বলতে শেখেনি? উঃ, অদ্ভুত। এই বই গুলোই আমাকে ভণ্ড করেছে। পুড়িয়ে ফেল বই, বই আগুনে দাও উঃ সর্ব্বনেশে বস্তু এই বই সর্ব্বনেশে স্যার।

কুমার। বেয়ারা?

(যদু মাষ্টারকে বাইরে যাইতে ইঙ্গিত করিয়া নিজে প্রস্থান করিলেন)

বেয়ারা। যাইয়ে মাষ্টার বাবু।

যদু। বেয়ারা! কিন্তু তুই তো বুঝিস। তুই তো তুলসী দাস। বেয়ারা। হঁ-হঁ ওহিতো খুব বুদ্ধি। কিন্তু আভি তো চাঁদ নেহি আভি তো আঁধা চন্দ্রর—আরে হাঁ বাবুজী—নিকালো হাঁ হাঁ আচ্ছা পাগল আছে।

[আলো নিভিয়া গেল, ঘরে ছিল শুধু জ্যোৎস্না]

—০—

তৃতীয়

[সামনে নদী, তার ধারেই একটি মাঠ। মাঠের সামনে কিছু জঙ্গলের মত। নদীর ওপারে একটি সহরের আভাস আসে। ধীরে ধীরে সাধন আর ভোলা প্রবেশ করে।

সাধন। কয়েকটা গাছের পাতা দিয়ে একটি মুকুট তৈয়ার করিতেছে। কতগুলি পাখীর পালক পড়িয়া আছে, সেগুলিও বোধ হয় মুকুটে দরকার হইবে।]

সাধন। তোকে নিয়ে আর পারিনে ভোলা, তুই কিছু বুঝবিনে, কেবল—

ভোলা। না, ভাই, তুমি আর বিপদ কুড়িওনা।

সাধন। উঁ বিপদ! বিপদ বললেই হোল! বলি বিপদগুলো বাড়িয়েছে কে—এরাই সব না! জানিস্ মিণ্টুর বে'তে মিণ্টুদের বাড়ী এত লোক খেলো অথচ দুটো ভিখারীকে খাওয়ালে না। আরে, যাদের খাওয়ানো হয়েছে তারা তো রোজই খেতে পায়, ওতে আর এমন কি বাহাদুরী আছে? যারা খেতে পায় না তারা এই উপলক্ষ্যে খেতো কি মজাই না হোতো! এই জন্যই বিবেকানন্দকে কিন্তু আমার বেশ ভালো লাগে।

ভোলা। বিবেকানন্দ।

সাধন। হ্যাঁ সে এক মস্ত বড় লোক—মানে মহাপুরুষ। পড়ছিলাম তাঁর গল্পটা। কি চেহারা, কি বক্তৃতা। অমেরিকা গেলেন, একটি মাত্র কথা ব্যস সব নিস্তব্ধ অতবড় ধর্মসভায় আর টুঁ শব্দটি নেই। হবেনা কেন ছোট বেলাতেই তো যতরাজ্যের সাপ খোপ তাঁর কাছে

এসে ভিড়ত। একবার হয়েছে কি বুঝলি, তেড়ে আসা বানরদের দিকে যেই কটমট করে তাকান অমনি সব 'দেছুট', তিনি বলেছেন, বিপদকে অমনি রুখতে হয়।

ভোলা। তিনি বলেছেন বুঝি?

সাধন। শুধু বলেছেন! করেও দেখিয়েছেন। একবার একটা রেলের লোককে যেমন ভাবে শসিয়ে দিয়েছিলেন—যে সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। তিনি বলতেন কি জানিস, 'যত্র জীব তত্র শিব। বুঝলি, ভারী ভালো লোক তোর মত একজন মহাভারত পড়া লোক নন্।

আরে পাল্কীটায় যাচ্ছে মিণ্টুরা না?

ভোলা। হ্যাঁ ওদের যে আজ ট্রেণ ধরবার কথা।

সাধন। ঠিক আছে, ভোলা, পেছনের পাল্কীটায় সেই কুমড়ো বসে আছে। এই বেলা চটপট করে গবরা, নোড়া, ওদের শিগগীর জড়ো কর। ঐ পুলটা পার হবার আগেই বরকর্তা মানে ঐ কুমড়োটাকে কুপোকাৎ করতে হবে। ব্যাটা চিনে জোঁক কোথাকার। যা-যা দৌড়ে যা ভোলা, আমি ততক্ষণ।

(ভোলার প্রস্থান। সাধন একটি কাঠের গুঁড়ি টানিয়া নিয়া কাজীর মত বসিয়া পড়িল। মাথায় সেই পাতার মুকুট। ভোলা প্রবেশ করে। আলোটা সবুজ)।

সাধন। কি সব প্রস্তুত?

ভোলা। (সৈনিকেরা ভঙ্গীতে) হাঁ। আসামী ঘেরাও, সব আসছে।

সাধন। ভোলা—ঐ মোটা লাঠিটা নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাক। আর বুদ্ধ এলে ইসারায় বলবি, ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে, যাতে মনে হয়, অনেক লোক আছি আমরা। পাল্কী বেহারারা কিছু বলবেনা। বল্টু সর্দ্দার আমাকে জানে, খুব ভাল লোক।

(ভোলা কাপড়ে মালসাট মারে। লাঠি হাতে সেনাপতির ভঙ্গীতে দাঁড়ায়) আচ্ছা, ঠিক হায় তোমার নাম জিতমন সিং। সামলে, আসামী হাজির।

[সাধন নবাবের ভঙ্গীতে। বরকর্ত্তাকে লইয়া পাঁচছয় জন ছেলে প্রবেশ করে আলো তখন লাল]

গব্‌রা। সর্দ্দার, একে এনেছি ?

সাধন। তুমিই আসামী ?

বরকর্ত্তা। আচ্ছা ফাজিল ছোকরা তো দেখছি ?

সাধন। (ভূমিতে পদাঘাত করিয়া) খবর্দ্দার ! জিতমন সিং—

ভোলা। (বরকর্ত্তার প্রতি) নবাব কো সেলাম লাগাইয়ে।

(বরকর্ত্তা কয়েকটি লাঠি দেখিয়া ঘাম মুছিবার ছলে কপালে হাত তুলিলেন)

বরকর্ত্তা। আমার ট্রেণের সময় যে যায় !

সাধন। তুমি বিদ্রোহী, জরিমানা ফেল।

বরকর্ত্তা। (বিস্ময়ে) জরিমানা ?

সাধন। হু, টাকা—টাকা—

বরকর্ত্তা। টাকা ?

সাধন। হু, টাকা না হলে এ রাজ্যটা চলবে কি করে বন্ধু ? এ গ্রামে যারাই ছেলে বে দিতে আসে—তারাই কিছু না কিছু এ রাজাকে দিয়ে যায়। এটা রেওয়াজ।

বরকর্ত্তা। (ব্যঙ্গ করিয়া) তুমি কিসের রাজা, নাম কি তোমার ?

সাধন। বিদ্রূপ, তুমি বিদ্রূপ করছ ? (মাথা হইতে মুকুট তুলিয়া হাতে নেয়) এই বন-বাদাড় আমার রাজ্য। আমি অনার্য্য। আর্য্যামিকে উচ্ছেদ করা আমার ব্রত। আমার নাম গণেশ ; পূজো-দাও-সর্ব্ব প্রথমের পূজো আমি চাই—সর্ব্বপ্রথম অনার্য—অনার্য আমি হা হা-হা—

[চতুর্দিক হইতে অট্টহাসির শব্দ আসে। রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার। দূর হইতে ঝড়ের আওয়াজ শোনা যায় এবং ক্রমে সেটা নিকটবর্তী হয়। সেই অন্ধকারের মধ্য হইতে ভাসিয়া আসে বোধহয় সাধনেরই কণ্ঠস্বর]

মানুষের কল্যাণের জন্য মানুষের সমাজ। আর্য অনার্যকে সুসভ্য করতে চায়। অনার্যরা নাকি মানুষের কল্যাণ বুঝতনা ; তবে কেন আজও তোমাদের সমাজে এত ভিখিরী, এত অনাহারী, এত অত্যাচারী ? তোমরা আর্য্য। পরের স্বাধীনতা কেড়ে তোমরা আর্য। এই তোমাদের আর্যামী হা-হা-হা-হা।

[পাদ প্রদীপ একে একে জ্বলিয়া উঠিতে থাকে, যেন ধীরে ধীরে ফর্সা হইয়া আসিল, পরে রঙ্গমঞ্চে সম্পূর্ণ সাদা আলো— রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া আছেন শুধু বরকর্তা। তিনি দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছেন, এই ভঙ্গীতে চক্ষু মুছিতে লাগিলেন। চোখ চাহিলেন, আলো নিভিয়া গেল। পুনরায় সাধনেরা যার-যার স্থানে পূর্বকার ভঙ্গীতে দাঁড়াইলে লাল আলো জ্বলিল]

বরকর্তা। দেখতে তো সব ক্ষুদে ; এখন থেকেই ডাকাতিতে রপ্ত হয়েছ ম্যার হাঁসিটুকু পর্যন্ত।

সাধন। এই, খবর্দার ডাকাতি বল না। সামনে দেখছ তো নদী, কেমন ছলছল করে বয়ে চলেছে-যেন ক্ষুধিত একটি অজগর সাপ। মুহূর্তে তোমাকে ওখানে ফেলে দিতে আমরা ইতস্তত করব না ; তা হ'লে আর ওপারের ষ্টেশনে যাওয়া হবে না। এই কৈ হার।

বরকর্তা। তা কত তোমাদের দিতে হবে ?

সাধন। পাঁচ-ছয় সাত—

বরকর্তা। টাকা খোলামকুচি কেমন ?

সাধন। মেয়ের বাবার টাকাটাই বুঝি খোলামকুচি ছিল ?

দেড়শ-টাকার জন্যে যখন বর তুলে নিয়ে যেতে চেয়েছিলে—তখন টাকার সামান্যতার কথা মনে ছিল না?

বরকর্তা। এই খোকা, যা বোঝনা-তা নিয়ে মাথা ঘামিও না। সে লোক খাওয়াতে পারে আর আমাকে টাকা দিতে পারে না?

সাধন। না, লোক খাওয়াবে কেন, তোমার বাড়ীতে দালান তুলে দেবে, লণ্ঠন কিনে দেবে, সাইকেল দেবে'; নেহি, নেহি হাম রাজা হ্যায়। জরিমানা দাও, এ্যাই কোন্ হ্যায়?

(ভোলা-গবরা প্রভৃতি লাঠি ঘাড়ে করিয়া বরকর্তাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। অগত্যা তিনি তাহাদের হাতে টাকা গণিয়া দিলেন।]

যাও, এঁকে নিরাপদে সীমানার পারে পৌঁছে দিয়ে এস। আর তুমি শোন, এ নিয়ে কোন হাঙ্গামা বাধিওনা যেন-তাহলে।

বরকর্তা। তা হলে?

সাধন। আরও খসবে। (আসন হইতে নামিয়া পড়িল)।

বরকর্তা। আচ্ছা ফচকে ছোঁড়া, যতসব! যাও-যাও হে-তোমাদের আর পৌঁছে দিতে হবে না।

[প্রস্থান, সবুজ আলো জ্বলে]

সাধন। এইসব, সড়ে যা thatsright টা আসছে এদিকে।

[সাধন মুকুটা ফেলিয়া দেয়। যদু মাষ্টার প্রবেশ করেন।]

যদু। সাধন, তুমি এপারে?

সাধন। আজ্ঞে, এপার আর ও-পার আমার এক হয়ে গেছে স্যার। তা স্যার আপনি এখানে?

যদু। এই-এলাম প্রকৃতি দেখতে।

সাধন। সত্যাই মাষ্টার মশাই, প্রকৃতি না দেখলে কিছুই দেখা হ'ল না। আমার তো ওপারের সহরের মধ্যে থাকতে কিছুতেই ভালো লাগেনা। এপারটা যদি ম্যালেরিয়া না থাকত বেশ থাকবার মতো যায়গা।

যদু। Thats right. থাকবার মতো যায়গা।

সাধন। আচ্ছা স্যার, এ পারটাকে সহর করে তুলতে কত খরচা পড়ে?

যদু। মূর্খ। এই প্রকৃতিকে নষ্ট করে? তোমার মতো একটা Idiot.

(সাধন অপ্রতিভ ভাবে প্রস্থানোদ্যত)

কোথায় চললে?

সাধন। একটু দরকার আছে স্যার। (চুপি সাড়ে প্রস্থান)

যদু। হুঁ, গ্রামকে করতে চাও সহর। শিশু-শিশুসব-মূর্খ!

—•—

—চতুর্থ—

স্কুল—শিক্ষকদের মেলা-ঘর।

ইজিচেয়ারে যদুমাষ্টার বসিয়া ঘুমাইতেছেন। একধারে একটা টেবিলে হরপ্রসাদ বাবু ছেলেদের খাতা দেখিতেছেন মাঝে; মাঝে খারাপ ভুল দেখিয়া আপন মনেই বলিতেছেন, 'হেঠ, গাধা কোথাকার'। ভূগোলের মাষ্টার ঐধারে গ্লোব, ম্যাপ আর ভূগোল লইয়া পড়া করিতেছেন নাম ভুবন বাবু। এদিকে একটি বড় টেবিলের ধারে বসিয়া কয়েকজন খবরের কাগজ সামনে রাখিয়া গল্প গুজব করিতেছেন।

হরিপদ। বাজারের অবস্থা জানেন তো?

নগেন। জানি বৈকি; হু হু ক'রে তক্‌লী বিক্রী হচ্ছে।

হরপ্রসাদ। (খাতায় ভুল কাটিয়া) হুঠ গাধা কোথাকার!

হরি। আরে, সে কথা নয়।

বিরাজ! তবে?

হরি। ইস্কুলেও নাকি পিকেটিং করা হবে।

হর। (খাতায় ভুল পাইয়া) হুঠ গাধা কোথাকার।

যদু। (তন্দ্রাবিজড়িত স্বরে) Thats right. ইস্কুলগুলো না উঠলে বাংলাদেশ স্বাধীন হবেনা! যতসব কৃত্রিম ব্যাপার এই ইস্কুল।

নগেন। এ যা বলেছেন! দশটা বছর ধরে ইংরেজি শিখবার জন্যে এইযে সব ছেলেরা কচাকচি করে এতে চরিত্রগঠন কখনও হয়। জ্ঞানলাভ করতে পারে! কোন দুঃসাহসের কাজ করতে পারে? যতসব 'মানুষ আমরা নহিতো - মেষ' এর ব্যাপার!

বিরাজ। শিক্ষা ছিল সেকালে-গুরুকে ভক্তি করত! আরে,

চোদ্দ বছর গুরুর ঘরে গরু টেনেছে। সে সব একটা আলাদা যুগ—সত্য যুগ। এখন যদি বলি, এ্যরে তোদের বাড়ী থেকে এক বোতল কাসন পাঠিয়ে দিস তো-অমনি টাঁাটন ছেলেরা বলবে-কাসন আমাদের করতে নেই স্যার।' যতসব মিথ্যেবাদী।

হরি। সে রকম সত্যবাদী আজকাল মিলবে কোথায় ?

ভুবন। (গ্লোব ও ম্যাপ খুঁজিতে খুঁজিতে) সিঙ্গাপুরে।

হরি। তবু একথা মানতেই হবে ইস্কুলে পিকেটিং হওয়া ভালো নয়। ছেলে গুলো আজও ইস্কুলে আসছে বলে—দুমুঠো খেয়ে বাঁচছি নইলে তো ঢুঁ-ঢুঁ।

হর। (আর একটা ভুল কাটিয়া) হুঠ্, গাধা কোথাকার। ক্লাশের পড়া যদি কিচ্ছু শোনে-রাজ্যিরখানিক ভুল।

নগেন। ভালো কথা-যোদ্দার একটা ব্যাপার শুনলাম। আপনার কুমার নাথ বাবুর সঙ্গে কি হয়েছে। সহরে বলে বেড়াচ্ছেন—আপনি নাকি পাগোল।

যদু। বলবেই তো—যতসব মুর্খ !

হরি। হুঁ, দাদা যে আবার চাঁদে-পাওয়া হয়েছেন। বয়স কত হল—বারাত্তুর !

যদু। What do you mean by it ! পড়েছ Wordsworth. পড়েছ কালিদাস। না-সেসব এতদিন ভুলেই মেরে দিয়েছ ! দেখেছ কোনদিন চাঁদ—পৃথিবীতে কেবল খেতেই এসেছিলে—খেয়েই গেলে।

হরি। (মোটেই লজ্জিত না হইয়া) না দাদা, সেসব আর মনেই নেই। এখন পরিজনদের খাওয়াতেই মন হিম্‌সিম্।

হর। (আবার একটা ভুল পাইয়া) হুঠ্ গাধা কোথাকার !

ভুবন। অষ্ট্রেলিয়া, অষ্ট্রেলিয়াতে ভেড়ীর চাব হয়।

যদুঃ। তোমার কথা শুনে হরিপদ, আমার সেই কথা মনে পড়ছে—

যতনে যতেক ধন　　পাপে বটায়সি
মিলি পরিজনে খায়।
মরণক বেরি　　হেরি কোঈন পুছত
করম সঙ্গে চলি যায়।
এ হরি বন্দো তুয়া পদ নায়।

কোথায়—কোথায় তুমি আছ হরিপদ !

ভুবন। (ম্যাপ খুজিয়া) দাক্ষিণাত্যে—দাক্ষিণাত্যে—বিন্ধপর্বতের পিছনে।

বিরাজ। ভালো কথা—এই টিফিনে—আজ-না আমাদের একটা খাওয়ার কথা ছিল!

নগেন। ভৈরব গিয়েছে বাজারে।

বিরাজ। টিফিন যে এদিকে শেষ হয়ে এল।

হরি। আসছে-আসছে ভৈরব আসছে।

[সকলে যে যার যায়গা ছাড়িয়া ভৈরবের আগমন পথে ব্যগ্র হইয়া থাকে, যেন তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে চাহেন। যদুবাবুও নিজের চেয়ার হইতে একটু সোজা হইয়া বসিলেন—এই অবস্থায় ভৈরব বিষন্নমুখে প্রবেশ করে।]

ভৈরব। বাবু এনেছিলাম, কিন্তুক সব উনি কেড়ে খেয়ে নিলেন।

বিরাজ। উনি কে ?

নগেন। কে উনি ?

হর। (ব্যর্থ মনোরথ হইয়া) হুঁঃ, গাধা কোথাকার।

হরি। কোন্ ক্লাশে পড়ে সে পাষণ্ড !

ভৈরব। ঐ উনি সিকেন ক্লাশের সাধন খোকাবাবু।

যদু। Idiot-টাকে কানে ধরে নিয়ে এস।

ভৈরব। আজ্ঞে আমি ?

যদু। না-না—তুই আনবি কেন—তুই কেন—তুই তো পিয়ন—সে হল ভদ্রলোকের ছেলে—তুই তো পারিসনে—তার চেয়ে বলগে যা—

হরি। বলগে—হরিপদ বাবু ডাকেছেন।

(ভৈরব প্রস্থান করে)

নগেন। আচ্ছা বেয়াদব তো!

বিরাজ। অথচ পড়াশুনার নামে সেই—কি বলব?

(ভৈরব ও সাধন প্রবেশ করে। সাধনের মাথায় টিকি ছিল)

হরি। তুমি খেয়েছ?

সাধন। আজ্ঞে হেঁ।

হরি। মানে আমাদের মিষ্টি খেয়েছ?

সাধন। আজ্ঞে মিষ্টি খেয়েছি।

নগেন। খেয়েছ, বেয়াদব ছোকড়া—Wicke l to the back-bone.

বিরাজ। খেয়েছে-খেয়েছে। কিন্তু দেখছেন সামনে দাঁড়িয়ে কেমন অবলীলাক্রমে বলে যাচ্ছে—অন্যায়টা স্বীকার করতে এতটুকু বাধল না!

হর। হুঠ্, গাধা কোথাকার।

হরি। একটা অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্স।

ভুবন। (ম্যাপ দেখিয়া) No, here is the Soviet Russia.

সাধন। আজ্ঞে আমি তো জানতামনা—মিষ্টিটা আপনাদের।

নগেন। Yes Seamp—সেটা আমাদের!

সাধন। আর খাবনা স্যর।

বিরাজ। কিন্তু যা করেছ—তার শাস্তি!

সাধন। আজ্ঞে খেয়েছি তো মিষ্টি তার জন্যে—

যদু। That's right. মিষ্টি; খেয়েছে সাধন—তার জন্যে শাস্তি পেতে পারেনা। ওরা ছেলেমানুষ—আমাদের ভাগ থেকে মিষ্টিই তো নেবে—হাঃ হাঃ হাঃ—

হরি। দাঁড়ান, হাসবেননা। চুরি করে মানুষ মিষ্টিই খায়। গুণ্ডামী করে মানুষ মিষ্টিরই জন্যে—

নগেন। ডাকাতি করে মানুষ খাবার জন্যে—

বিরাজ। এবং সেটা মিষ্টিরই জন্য—বেলপাতা আর উচ্ছের রসের জন্য নয়!

যদু। হুঁ ব্যাপারটা তাহলে Seriousই তো বটে! কিন্তু-কিন্তু তবু যাদের ভাগ্যে উচ্ছেপাতার রসই জোটে—then and then যে ডাকাতি ক'রে মিষ্টি নিল তাকে মিষ্টিই নিতে দাও, শাস্তি নয়।

হরি। বাজে কথা বলবেননা, ব্যাপারটা ভীষণ—রীতিমত ভাবতে হবে এটা একটা ছাত্রের চরিত্রের ব্যাপার।

যদু। তাহলে তোমরা বসে ভাব। যত সব মূর্খ—

(প্রস্থান)

বিরাজ। ঠিক আছে, ভৈরব—সাধনকে হেডমাষ্টারের কাছে নিয়ে যাও।

ভৈরব। জে; তা খোকাবাবু।

[ভৈরব ও সাধন প্রস্থান করিল। সকলে বিরস বদনে বসিলেন, টিফিন শেষ হইবার ঘণ্টা পড়িল।)

——*——

—পঞ্চম—

হেড্ মাষ্টারের কামরা

হেড্ মাষ্টার খাতাপত্তর দেখিতেছেন। সামনে বসিয়া—শ্রীবিলাসবাবু স্কুল চালক সঙ্ঘের সভ্য। মাথায় সুবৃহৎ টিকি, কথা বলিতে উহা স্পষ্ট করিয়া লন যেন কোন একটি অনুপ্রেরণা।

শ্রী। আর দেখুন, আমাদের মানে আপনাদের পণ্ডিত তো খুব ভালো পড়াতে পারেন না।

হেড। পণ্ডিত-মশাই-ও ভাল পড়াতে পারেন না?

শ্রী। হ্যাঁ—

হেড। আগে বললেন, যদুবাবু পাগোল এখন বলছেন পণ্ডিত মশাই ভাল নয় অর্থাৎ?

শ্রী। অর্থাৎ ইস্কুল ভালো করতে হলে গলদগুলোকে ছেঁটে ফেলে দিতে হবে এবার আমি ম্যানেজিং কমিটিতে ঢুকেছিই তো সেই জন্যে।

হেড। কিন্তু দুজনকেই কি একসঙ্গে ছাড়িয়ে দেবো?

শ্রী। (আপ্যায়িত ভাবে) আপাতত একজনকে ছাড়ালেই চলবে; মানে ধীরে ধীরে সব কাজ করতে হবে।

হেড। ও? আচ্ছা। কিন্তু ভালো মাষ্টার মশাই পাই কোথায়?

শ্রী। হুঁ মাষ্টারের আবার অভাব!

হেড। অভাব নেই সত্যি। কিন্তু জানাশুনার ভেতরে না হলে শেষ পর্যন্ত পস্তাব!

শ্রী। জানাশুনার অভাব কি? আমারই তো ভাগ্নে রমেন এবার ডিসটিংসন না কি বলে তাই পেয়ে বি এ পাশ করেছে।

হেড। (শ্রীবিলাসের দিকে অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একটু মুচকি হাসিলেন।) সত্যিই আপনি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। আপনাকে পেয়ে কমিটি আমাদের জোরালো হয়েছে। এই কালকেই আপনার সম্বন্ধে কাকে যেন বলছিলাম। আমাদের বুদ্ধির সঙ্গে আপনার কত পার্থক্য! আপনি নাম সইটি পর্যন্ত করতে পারেন না অথচ সামান্য হলুদের ব্যবসায়ে আপনি আজ কত বড় লোক। আর আমরা লেখাপড়া শিখে সেই পাঁকেই পড়ে আছি। কিন্তু এটা ভাগ্যের দোষ নয়। আমাদের চিন্তার ও বাক্যে আমরা ফাঁকিবাজ নিষ্ঠা মোটে নেই আর আপনার ঐকান্তিকতা আপনার কর্মনিষ্ঠা আপনার কৃপণতা আপনাকে আজ কুবের আর কর্মবীর করে তুলেছে। এদিকটা ভেবে দেখবার মতো। ইস্কুলকে বাঁচাতে হলে আপনার উপদেশ নেওয়া বিশেষ কর্তব্য। কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে এই আপনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কিছু জানেন না বলেই—আপনাকে বলে দিতে হচ্ছে পণ্ডিত মশাই যে ভালো পড়াতে পারেন না তার প্রমাণ দিতে হবে।

শ্রী। বিলক্ষণ! সেটা না থাকলেই বলছি! এই হর্ষ, ভেতরে এস না—

(টিকি পড়িলেন, হর্ষ প্রবেশ করিলেন)

কিহে, তুমি পণ্ডিত সম্বন্ধে কি বলতে চাইছিলে না—!

হর্ষ। হ্যাঁ। মানে বুঝলেন না স্যর, ভালো পড়াতে পারেন না—

শ্রী। এ্যাই দেখুন—

হেড। আপনি বসুন। ভালো পড়াতে পারেন না এটা কি ক'রে বোঝা যাবে—

হর্ষ। মানে বুঝলেন না স্যর ?

হেড। আমি ঠিক বুঝেছি হর্ষবাবু—আপনি বলছেন পণ্ডিত ভালো পড়াতে পারেন না—

শ্রী। আমি ও বলছি'—আমি কমিটির একজন সভ্য।

হেড। ঠিক কথা, আপনার প্রমাণটা খুব জোরালো হবে, কিন্তু আপনি যদি আপনার অর্থের প্রভাবটা খাটাতে পারেন তবেই আমি নিশ্চিত হতে পারি—নতুবা একটা কথা উঠিতে পারে পড়াশুনার ভালো-মন্দ জ্ঞান শ্রীবিলাস দে চৌধুরীর কি আছে—কারণ লেখাপড়া যে আপনি কিছু জানেন না এটা তো আপনিও স্বীকার করেন। কাজেই আমার একটা হাতে কলমের প্রমাণ চাই বুঝলেন না—অবশ্য আপনি যদি আপনার ব্রহ্মাস্ত্র ঐ টাকা খরচ করতে পারেন—কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারে—

শ্রী। আপনি ঠিক বলেছেন—শত্রু আমার অনেক

হেড। তাই, হর্ষ বাবুকেই প্রমাণ দিতে হবে যে, হুঁ আপনি কি বলছিলেন—

হর্ষ। আমি বলছিলাম স্যার এই যে, আমাকে তো আর নিরক্ষর বলতে পারেন না; আমি বাঙলার শিক্ষা বিভাগে পঁচিশ বৎসর Record destroyer এর কাজ করেছি; দ্বিতীয়তঃ আমি আপনাদের কমিটির সভ্য ও এই যে আমার শত্রু থাকবে আমি কিছু বলতে পারব না আমার সঙ্কোচ করতে হবে।

হেড। নিশ্চয়ই সঙ্কোচ করবেন না আপনি শিক্ষাবিভাগের Record destroyer ছিলেন এবং যতদিন Pension পাবেন ততদিন আপনাকে Record destroyerই মনে করব আপনি বলুন।

হর্ষ। হাঁা বলছি, দেখুন, আমরা অভিভাবক, আমাদের একটা দাবী আছে।

শ্রী। আছেই তো এ দাবী যদি কেউ না মানে তবে আমরা হেডমাষ্টারকেও ছাড়িয়ে দেবো তা সে যতবড় শিক্ষিতই হোক।

হেড। দেখুন শ্রীবিলাসবাবু আপনি আমার মনিব, আপনি সব করতে পারেন ; আপনি ইস্কুল কমিটির সভ্য অর্থাৎ এতগুলো গ্রাজুয়েট আপনার অধীনে কাজ করে সেটা সোজা কথা! কাজেই আপনার বিরুদ্ধে কথা আমি বলতেই পারিনে। তবে আমি হর্ষবাবুর দাবীটাই জানতে চাই।

হর্ষ! আজ্ঞে দাবী হচ্ছে আমার, ঐ বাচ্ছাছেলে সমীর ক্লাশ এইট এ পড়ে, তার যে পরিমান পড়া দেওযা হয় ক্লাশে সে একটা বিরাট ব্যাপার।

হেড। রামতারণ······[রামতারণের প্রবেশ]

পণ্ডিত মশাই [রাম তারন পণ্ডিত মশাইকে ডাকিয়া আনিল]

হর্ষবাবু বলছেন, আপনি ক্লাশে ভয়ানক পড়া দেন।

পণ্ডিত! হর্ষবাবু, হর্ষবাবুতো কই আমাদের ক্লাশে পড়েন না।

হর্ষ। আজ্ঞে আমার ছেলে পড়ে, সমীর।

হেড। হ্যাঁ ওর উনি তো Record destroyer অবশ্য retired,

পণ্ডিত। ও সমীর ; সেটা তো কিছুই জানে না, প্রমোশনের সময় জোর করে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে অথচ ওটা কিছুই জানে না একেবারে কিছুই না।

হর্ষ। সেকথা হচ্ছে না, আপনি যতখানি পড়া দেন ছেলে কেন ছেলের বাবাও পড়ে উঠতে পারেন না।

পণ্ডিত। আজ্ঞে সেইটেই ত হয়েছে দোষ, ছেলের পরিবর্ত্তে ছেলের বাবা মশাইকেই আগে পড়িয়ে নেওয়া উচিত ছিল।

হর্ষ। মানে—

পণ্ডিত। মানে অষ্টাবক্রের কথা জানেন না, সে ছোট বেলা থেকে

পণ্ডিত তার বাবা পণ্ডিত ছিলেন বলে, কপিলমুনির কথা তো জানেনই অভিমন্যু অর্জ্জুনের ছেলে বলে শৈশবেই যুদ্ধ শিখিতে পেরেছিল বুঝলেন না এসব শাস্ত্রের কথা।

শ্রী। আপনি ও শাস্ত্রের কথা রাখুন, সমীরকে অতখানি পড়া দেবেন না।

পণ্ডিত। আপনি খেঁই খেঁই করেন কেন? ক্লাসে সমীরকে আমি আলাদা পড়াব না কি? একদিন না পারলেই তার শাস্তি স্বরূপ পুরাণো পড়া সমেত বেশী হয়ে পড়ে তা আমি কি করব।

হেড। তাই বলে তার ওপর ও তো নজর দিতে হবে পণ্ডিত মশাই—

পণ্ডিত। নজর! এখন আর পণ্ডিতের নজরে কিছু হবে না ঐ যদি সরস্বতীর নজরে কিছু হয়—একেবারে কালিদাস মানে কিছুই না—বুঝলেন না, একেবারে কিছুই না—

শ্রী। আপনার চাকরী থাকবে না বলে দিলাম কিন্তু—

পণ্ডিত। ওহ্ যান্ আপনার চাকরী ধুয়ে খানগে যান,—ভারী তো দিনমজুরী বার আনা করে পাই, নিয়ে যান আপনার চাকরী, চাকরী আমার কিছুই না বুঝলেন সে একেবারে কিছুই না, ওর চেয়ে অমুকের বাড়ীর বিয়ে, তমুকের বাড়ীর পূজো, আপনার বাড়ীর শ্রাদ্ধ আমার বেঁচে থাকুক, যত সব হুঁ কিছুই না তবু— [প্রস্থান]

শ্রী। [রাগিয়া উঠিয়া] মনে থাকে যেন হেডমাষ্টার, আমার বাড়ীর শ্রাদ্ধের কথা বলে গেল, অথচ আপনি কিছু বল্লেন না এসো হর্ষ

[টিকি নাড়িলেন]

হেড। দেখুন শ্রীবিলাস বাবু, আপনি বলছিলেন না আপনার অনেক শত্রু, কারণ কি জানেন আপনি বৈষ্ণব কিনা তাই ভগবান আপনাকে পরীক্ষা কর্ছেন; তাই ভাবছি আপনি কি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে

পারবেন। কারণ ক্রোধটা প্রশমিত করতে পারেননি। টিকি রাখা বোধ হয় আপনার নিরর্থকই হ'ল।

শ্রী। খবর্দ্দার টিকি নিয়ে কথা বলবেন না, চাকরী খেয়ে দেব কিন্তু. এস হর্ষ [উভয়ের প্রস্থান]

[সাধনকে লইয়া ভৈরব প্রবেশ করিল]

হেড। তুমি চুরি করলে কেন?

সাধন। চুরি করিনি স্যর—

হেড। চুপ মিথ্যা কথা বল না। মাথায় টিকি রেখেছ কেন?

সাধন। আজ্ঞে আমরা কয়েকজন ছেলে মিলে টিকি রাখতে আরম্ভ করেছি, বেশ ভাল জিনিস স্যর। টিকি রাখলে সব পবিত্র হয়, এটা শ্রীচৈতন্যের ব্যাপার তো স্যর

হেড। চোপ্! কাট টিকি, ভৈরব কাট টিকি—

সাধন। এটা কিন্তু ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ স্যর

হেড। কাট টিকি—টিকি কাটো, কাটা টিকি আমি চাই—

ভৈরব কাঁচি লইয়া টিকি কাটিইয়া ভৈরব আর সাধন বাহির হইয়া গেলে হেড মাষ্টার চেয়ারে হেলিয়া ধীরে ধীরে চক্ষু মুদিলেন, লাইট টিকি কাটিবার সময় লাল, তৎপর সবুজ, এখন অন্ধকার]

—ষষ্ঠ—

[একটি ক্লাশ, যদুমাষ্টার পড়াইতেছেন]

যদু। আজ তোমাদের কি পড়া আছে রে?

১ম ছাত্র। আজ্ঞে 'ফুল্লরার বারমাস্যা'

যদু। বারমাস্যা মানে জানিস

২য় ছাত্র। বারমাসের দুঃখ বর্ণনা স্যর

যদু। Thats right. আচ্ছা গল্পটা শোন, এ কবিতাটা কে লিখেছেন জানিস্; মুকুন্দরাম। আজ থেকে অনেক বছর আগে প্রায় চারশো বছর আগে, কবি বড় গরীব ছিলেন রে, জানিস্ যারা লেখাপড়া নিয়ে থাকে তারা প্রায়ই গরীব হয়। হবে না কেন অর্থকে যে তারা অর্থ বলে ভাবে না। বুনো রামনাথের গল্প পড়েছিস তো। এদের বুনো বলতে পারা যায় কিন্তু পশু নয়, মনটাই এদের আগে আগে চলে পোষাকটা নয়, টাকার থলিটা নয়। যাক, মুকুন্দরাম নিজে দরিদ্র ছিলেন তাই দারিদ্র তিনি ভালভাবে বর্ণনা করেছেন, যাক্ আমাদের পড়ার কথা। আজকের বাংলা ভাষা দেখে মনে করেছিস খুব একটা উন্নতি হয়েছে বুঝি; আরে তা নয়, মুকুরামের সময় একেবারে খাঁটি দেশী বাংলা ছিল। ফুল্লরা কে জানিস?

৩য় ছাত্র। কালকেতু ব্যাধের স্ত্রী স্যর।

যদু। Thats right এরা ব্যাধ, লোকসমাজে এদের স্থান নেই। সভ্যতা এদের স্বীকার করে না। অথচ পর্ণশবরীকে নিয়ে দুর্গাবলে পূজা করে। তুমি যাকে ঘৃণা কর, তোমার আদর্শ দেবতা তার ঘরে বাঁধা পড়েন, বুঝলি সভ্যতা হল একটা ফাঁকি ফাঁকি—

৪র্থ ছাত্র। ফাঁকি স্যার?

যদু। মূর্খ, ফাঁকি নয়। রামায়ণ নাকি ঘরে ধর্ম্মগ্রন্থ হয়ে আছে, কোথায় ধর্ম্মগ্রন্থ। Idiot ধর্ম্মগ্রন্থ, কেউ মনে করে রামের কথা, তিনি গুহককে আলিঙ্গন দিয়েছিলেন—গুহক চণ্ডাল, অস্পৃশ্য, মনে আছে?

শ্রীরামের জগতে হইল ঠাকুরালি।
প্রথমে করেন রাম চণ্ডালে মিতালি॥

সে সব কথা মনে নেই, থাকবে কি করে সব মূর্খ ভক্ত। কালকেতু ও এমনি সহরের বাইরে বাস করত। কি রকম ভাবে বাস করত ফুল্লরার মুখ দিয়ে বলছেন

ভেরেণ্ডার খুঁটি তার আছে তার মধ্যঘরে,
প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে॥

এমনি করে এদের কাল কাটে, কালকেতু করে শীকার, ফুল্লরা করে মাংস ফিরি। ভগবানকে তোরা বলিস দুঃখীর দুঃখহারা। কিছু না সব ভণ্ড, দরিদ্র হলে আকাশের চিল পর্য্যন্ত শত্রুতা করে।

পসরা এড়িয়া ছিল খাইতে নাহি পারি।
দেখিতে দেখিতে চিল করে আধাসারি॥
পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস, পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস।
বইচির ফল খেয়ে করি উপবাস॥

৪র্থ ছাত্র। একি ভগবানের অপরাধ স্যর

যদু। ভগবানের নয়। ভগবানেরই তো

নিযুক্ত করিল বিধি সবার কাপড়।
অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়॥
দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান।
জানু, ভানু, কৃশানু শীতের পরিত্রাণ॥

হাঁটুতে, আগুনে আর সূর্য্যে যেটুকু শীত নিবারণ হয়, তাছাড়া আর

শীত নিবারণের কাপড় নেই। দাগ দিয়ে রাখ—জানু, ভানু, কৃশানু ; কৃশানু মানে অগ্নি, শীতের পরিত্রাণ।

৪র্থ ছাত্র। তা ভগবানের দোষ কি করে হোল, স্যর ?

যদু। মূর্খ—আরে এ ভগবান সে ভগবান নয়। মানুষের সমাজ মানুষকে ধোকা দেবার জন্য যে ভগবানকে গড়েছে। দরিদ্রের মনে যাতে বিদ্রোহ না আসতে পারে—

৩য় ছাত্র। যাতে অভিযোগ না থাকে—

যদু। That's right যাতে অভিযোগ না জাগে সেই জন্য মানুষের স্বার্থ-সভ্যতা একটা ধোঁকা দিয়ে রেখেছে ; বলে, দারিদ্র্য ওটা তোমার পূর্ব্ব জন্মের কৃত কর্ম্মের ফল, ওটা তোমার ভগবানের মার।

এরা বোবা, এরা কালা, এরা অবুদ্ধিমান—এরা অবুদ্ধিমান কারণ তোমাকে এরা বিশ্বাস করে, এরা চিরকাল এমনি অসহায় হয়ে পড়ে আছে।

২য় ছাত্র। স্যর, এইসব মূঢ়, ম্লান, মূকমুখে দিতে হবে ভাষা, না স্যর ?

যদু। That's right. ওই ফুল্লরা কালকেতুই এযুগের ওরা ; হুঁ—যা বলছিলাম, এমনি করে ওদের বছরের পর বছর কাটে, এমনি ওদের ঘরের চেহারা ; কবি একেবারে খাঁটি দারিদ্র্যটুকু ফুটিয়ে তুলেছেন কেমন না ? পড়তে পড়তে চোখের জল ফেটে পড়ে তাই না অথচ অনেক আগের লেখা ; আজ থেকে অনেক বছর আগেকার এক কবির। দামুন্যা তাঁর বাড়ী, জমিদার তার খাবার কেড়ে নিয়ে অত্যাচার করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

৪র্থ ছাত্র। কিন্তু ফুল্লরার মত অত গরীব আজকাল আর কেউই নেই

যদু। কেউ নেই ! [রাগিয়া উঠিয়া] তুমি অন্ধ, দেখেছ তোমার গ্রাম, দেখেছ তোমার পল্লী, মূর্খ, কতটুকু দেখেছ ?

৪র্থ ছাত্র। খুব দেখা আছে স্যর এতটা নয়।

যদু। [লাফাইয়া ছেলেটির কাঁধে ঝাকুনি দিযা] এতটা নয মূর্খ দেখ তোমার পাশের ছেলেটিকে, গাযের জামাটি শতছিন্ন, এই ইস্কুলের মাষ্টার মশাইদের ঘরে ঘরে গিয়ে দেখ; দেখ যারা তোমাদের মত কালসাপকে সমাজে ভাল ভাবে বাঁচবার উপায যোগাচ্ছেন, দেখগে তাঁদের ঘরে—

আমানি খাবার গর্ত্ত রহে বিদ্যমান

কালসাপ কালসাপ তুমি [অনবরত ছেলেটিকে ধরিযা ঝাঁকাইযা]

[হেড্ মাষ্টার এদিকে আসিযা লক্ষ্য করিল]

হেড্। মাষ্টার মশাই! [যদু মাষ্টার ক্লাসের দরজার কাছে আসিলেন] একে শিক্ষা দান বলে না, বলে শিক্ষে দেওয়া, আপনি একটা খুন করতে পারেন না!

যদু। That's right, খুন করতে পারিই না তো—কিন্তু মূর্খ—ইয়ে—ওটা যে একটা কালসাপ। সমাজের কুষ্মাণ্ড অন্ধ—চোখই যদি সে না খুলল তবে লেখাপডা শিখছে কেন?

হেড্। যে ভাবে খোলে সেই ব্যবস্থা করুন—চোখ চিরকালের জন্য বুঁজিযে তো লাভ নেই।

যদু। মূর্খ—ইয়ে তাহলে শুনুন, ছাত্রদের সকলকে একদিন জিজ্ঞেস করছিলাম বড় হয়ে কার কি হবার ইচ্ছা, ওই idiotটা উত্তর দিযেছিল বড় হ'য়ে সে একজন মন্ত্রী হবে নতুবা আই-সি-এস—আমি বলে দিলাম স্যর ও ঠিক তাই হবে—That's right মন্ত্রণা দেবে বা শাসনই করবে মানুষ হবে না স্যর, মানুষ হবে না—

হেড। কিন্তু জানবেন এটা ইস্কুল,—ওরা টাকা দিচ্ছে মনুষ্যত্ব শিখতে নয়, শুধু word-meaning—শব্দার্থ শিখতে এবং তাই যেখানে শেখানো

হয় তাকেই বলে High English School—উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়।

যদু। আজ্ঞে, এতকাল তো তাই-ই করেছি—তাইতো আজ চল্লিশ বছর চাঁদ দেখিনি, ইচ্ছে করেই দেখিনি—ভাবতাম ওটা নিষিদ্ধ ফল, ভগবান ও চায় না যে কেউ জ্ঞানের সন্ধান পায়—আর এতো মানুষের সমাজ—কিন্তু—

[হেড মাষ্টার চলিয়া গেলেন, যদু মাষ্টার হতাশ হইয়া চেয়ারে উপবেশন করিলেন]

That's right, Word-meaningই শিখতে হবে কারণ High English School.

[আলো ধীরে ধীরে নিবিয়া গেল]

———∘———

—সংযোজক—

[লাল আলো জ্বলিয়া উঠিল, একদল স্বেচ্ছাসেবক 'বন্দেমাতরম্' গাইতে গাইতে এধার হইতে ওধারে চলিয়া গেল]

———*———

—সপ্তম—

[নীল আলো। স্থান স্কুলের বারান্দা। হেড মাষ্টার আসিয়া রামতারণকে বলিলেন···]

হেড। রামতারণ স্কুলে পিকেটিং আরম্ভ হ'য়েছে থানায় খবর দিয়ে এস; ছেলেরা স্কুলে আসতে পারছে না।

রাম। জী, লেকিন্ গান্ধী মহারাজকো সব চেলা পথ আগলিয়ে আছে, বাহার ক্যায়সে হোই ?

হেড। হোষ্টেলের পেছনে ঐ ভাঙ্গা দালানের ভেতর দিয়ে একটা চোরা-পথ আছে। আভি যাও, জলদি।

রাম। জী হুজুর; [নিম্নস্বরে] গান্ধীমহারাজকী জয়।

—০—

—অষ্টম—

স্কুলের সম্মুখভাগ। স্বেচ্ছাসেবকেরা পিকেটিং করিতেছে। মাঝে মাঝে শোনা যাইতেছে 'বন্দেমাতরম্'। সাধন প্রবেশ করিল।

সাধন। আমাকে স্কুলে যেতে দিন।

১ম স্বেচ্ছাসেবক। আজ ইস্কুলে যাওয়া যাবে না খোকা।

সাধন। কেন?

১ম। আজ স্বাধীনতা দিবস।

সাধন। এঃ স্বাধীনতাই নেই তার দিবস।

১ম। ছিঃ খোকা ও বলতে নেই. স্বাধীনতা আসবে—

সাধন। যেদিন আসবে সেদিন আসবে, আজকে যেতে দিন।

১ম। ওদের বুকের উপর দিয়ে যাও।

[মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মহেশ্বর বাবু ছেলেকে সঙ্গে করিয়া আসিলেন]

মহেশ্বর। দেখি, ছেলেটাকে যেতে দিন ত।

১ম। আজ যেতে দেওয়া যাবে না মশাই।

মঃ। দেখুন আমার নাম মহেশ্বর চাটুয্যে, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, আমার কাছে অত ফাটিফুটু খাটবে না......কৈ যেতে দিন।

১ম। যেতে দেওয়া যাবেনা স্যর।

মঃ। যেতে দেওয়া না গেলেই তো চলবেনা—ছেলে ষ্টাইপেণ্ড পায় না গেলে ষ্টাইপেণ্ড কাটা যাবে—সেগুলো আপনারা দেবেন ?

১ম। যখন দিতে হয় তখন দেওয়া যাবে—এখন যাওয়া হবে না

মঃ। যেতে আমায় দিতে হবেই—আমি কালকেই জেলা কংগ্রেসের নামে একশত টাকা চাঁদা দিয়েছি—আমার একটা privilege দিতেই হবে

১ম। দুঃখিত স্যর, হুকুম নেই

মঃ। দেখুন ভালোয় ভালোয় যেতে দিন বলছি—আমি চেয়ারম্যান মহেশ্বর চাটুয্যে

১ম। আপনি চেয়ারম্যনই হোন, বেঞ্চম্যানই হোন আর টেবিল-ম্যানই হোন আজকে যেতে দেওয়া যাবে না—

মঃ। [ক্ষিপ্ত হইয়া ছুটাছুটি করিতে করিতে] কি আমি টেবিলম্যান আমি ! আমি টেবিলম্যান, কালকেই আমি কংগ্রেসে একশ টাকা চাঁদা দেইনি ! আর আজ-ই আমি টেবিলম্যান—আমি টেবিলম্যান—আমি মানে আমার ভুঁড়িটাকে লক্ষ্য করে বলা হ'ল আমি টেবিলম্যান—

[তাঁহার হাঁকডাকে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক ও কংগ্রেস-সেক্রেটারী দেবেন বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন]

এই যে,—এই যে দেবেন বাবু, আপনি না কংগ্রেসের সেক্রেটারী—আপনাকেই আমি কালকে না একশ টাকা চাঁদা দিয়েছি—

দেবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, দিয়েছেন, দিয়েছেন—

মঃ। দিয়েছি ! আর আজই আমি টেবিলম্যান। যাকগে, ভালই, আমার ছেলেকে স্কুলে যেতে দিন মশাই, খুব শিক্ষা হয়েছে আমার, বুঝেছি মশাই ; এই গান্ধী আন্দোলনে ছোটলোকের আস্পর্দ্ধা বেড়ে গেছে আর কিছু নয়, নতুবা আমি আজ টেবিলম্যান, ঠাট্টার পাত্র—

দেবেন। আহা রাগ করছেন কেন—

মঃ। না মশাই রাগে আমার দরকার নেই, এবার দয়া করে আমার ছেলেটিকে স্কুলে যেতে দিন তো—নতুবা আমি একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়ব—আমি টেবিলম্যান গদাম্যানে দাঁড়াতে বেশী দেরী করব না—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আমার হাতে—

[দেবেন বাবু একটি স্বেচ্ছাসেবকের কানে কানে কি বলিলেন]

দেবেন। আচ্ছা আপনি যান, ওহে একটু পথ দাও তো

[ইত্যবসরে মহেশ্বরের পা গলিয়া দ্রুত একটি ছেলে ভিতরে ঢুকিয়া গেল]

মঃ। আচ্ছা ছেলেতো ; একদিন ইস্কুলে না গেলে চলতনা হে তোমার ?

দেবেন। আপনি শিগ্‌গীর ঢুকে পড়ুন

[মহেশ্বরের পুত্রসমেত প্রবেশ লাভ]

সাধন। আমাকে যেতে দিন।

দেবেন! বেশ তো ওদের মাড়িয়ে যাও

সাধন। তবে বিজনের বাবাকে ঢুকতে দিলেন কেন—

দেবেন। ইচ্ছা—

সাধন। তবে আমিও যাব, আমি ডিঙিয়েই যাব

[চকিতে সাধন ডিঙাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। চারিদিক হইতে ছি-ছি-ছি, shame-shame ধ্বনি উঠিল, সাধন একপাশে থমকাইয়া দাঁড়ায়। হয়ত অন্যায়টা বুঝিল]

ছি ছি করবার কি আছে, পীতাম্বর আমার সঙ্গে পড়ে, কতবার আমরা দুজনায় লাথিও ছুঁড়েছি, আমি তো তাকেই ডিঙিয়েছি আর কাউকে তো ডিঙোয়নি।

[আবার শব্দ উঠিল shame-shame, সাধন বোকার মত একপাশে দাঁড়াইয়া থাকিল। পুলিশ প্রবেশ করিয়া মুহূর্ত্তে পিকেটারদের গ্রেপ্তার

করে! শব্দ হইল 'বন্দেমাতরম্'। কনষ্টেবলরা লাঠি উঠাইয়া বলিল, 'এই বোলো মত'। ধরপাকড় চলিতে থাকে। আর কোন পিকেটার থাকিল না। হঠাৎ সাধন 'বন্দেমাতরম্' বলিয়া পিকেটিং করিতে শুইয়া পড়িল। পুলিসের লাঠি আসিয়া পড়িল তার মাথায়—সাধন হাত তুলিয়া 'মাগো' বলিয়া পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে নিজেই বলিয়া উঠিল 'বন্দেমাতম্'—পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করে। সাধন এখন মূর্চ্ছিত ভাবে বলিয়া চলিয়াছে 'বন্দেমাতরম্'। দু'জন কনষ্টেবল তাহাকে টানিয়া তুলিয়া লইয়া চলিল]।

—নবম—

ইস্কুলের বারান্দা

হেড। কত ছেলে এসেছে মাষ্টার মশাই?

নগেনবাবু। শ'দেড়েক হবে।

হেড। বেশ, এইবার ক্লাশ বসবে—আপনারা যে যার ক্লাসে চলুন।

যদু। That's right, ক্লাশ না বসলে ছেলেরা শান্ত হবে না—

হেড। রামতারণ·······ঘন্টি!

[ছাত্রগণের প্রবেশ, পিছন দিক দিয়া আসিলেন শ্রীবিলাসবাবু]

ছাত্র। স্যর ক্লাশ নাইনের সাধনের মাথায় পুলিশে মেরেছে, ভীষণ মেরেছে স্যর।

হেড। তোমরা সব ক্লাশে যাও···যাও···যদুবাবু আপনার ক্লাশে যান ঘণ্টা পড়ে গেছে।

যদু। মূর্খ, ঘণ্টা পড়ে গেছে! ক্লাশে যাব! সাধন আমারই স্কুলের একটি ছেলে, জীবনকে ভুলে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঐ আহ্বানে আর আমি যাব

ক্লাশে! ইস্কুল হবে না— No—ইস্কুল হবে না, সব ছেলের ঐ ফটকের গোড়ায় জড়ো হতে হবে—That's right একটা মিছিল হবে।

হেড। মাষ্টার মশাই, আমার মনটা ভালো নেই বক্তৃতা শুনবার সময় নেই আমার।

যদু। That's right সময় কারও নেই। বন্দরের কাজ হল শেষ। মুখ, আমারই শিক্ষা পেয়ে য চাঁদটি মাটির বুকে ভেঙে পড়ল অভিমানে আমাদের উদাসীনতা দেখে আর আমি তার শিক্ষাদাতা— আমি থাকব এই গোয়ালের বেড়া আগলে! মানুষ নই আমি, দেশ নয় আমার, জীবন নেই আমার দেহে! That's right. সাধন চাঁদের কথা শুনিয়েছিল আরে ঐ তো চাঁদ!

নগেন। আপনি কি বলছেন, সাধন একটি গোঁয়ার ছেলে।

যদু। মুর্খ—গোঁয়ার! হ্যাঁ গোয়ার! That's right গোঁয়ারই তো। চাঁদই তো মাটিতে এসে হয় গোঁয়ার অভিমন্যু। যান যান Sir, আপনারা ইস্কুলে যান—আমি চললাম চাঁদ দেখতে চাঁদ ছেলে চাঁদ ছেলে……

[প্রস্থান]

নগেন। লোকটা একেবারে চন্দ্রাহত হয়েছে দেখছি?

হেড। আপনারা ক্লাশে যান নগেনবাবু।

শ্রী। হুঁ, আপনারা যান, ও যদুপাগলার পিছনে গিয়ে কোন লাভ হবে না, ওঁর চাকরী যাবেই।

নগেন। কোথায় যাব স্তর দেখুন না ব্যাপারটা।

[আলো নিভিয়া গেল]

—যোজক—

নীল আলো জ্বলিল

স্কুলের ময়দান

বহু। [বক্তৃতা করিতেছেন] দেশ তোমার, দেশ আমার, দেশ সকলের। দেশ শুধু মানুষের নয় পশুরও, গাছপালারও; পশুও নিজের যায়গা চেনে, গাছপালাও অন্যত্র এমন ভাবে জন্মে না। তুমি তো আজ যাযাবর নও, তোমার তো ভাবলে চলবে না 'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে আমি সেই ঘর লব খুঁজিয়া'। তোমার আর কোথাও ঘর নেই। তোমার শেকড় এই মাটিতেই, প্রাণশক্তি তোমার এই কালো ভ্রমরটার মধ্যেই।

[ছাত্ররা স্কুল ভাঙিয়া দলে দলে জমায়েত হইতে লাগিল]

ইস্কুলে পড়ছ? কি পড়ছ—ইতিহাস, ভুগোল, জ্যামিতি. অঙ্ক, সাহিত্য? কি ইতিহাস পড়ছ, কোথায় তোমার ইতিহাস, কোথায় তোমার ভুগোল, জ্যামিতি কার কথা বলে, কোথাকার আপেল তোমার মাটিতে পড়ে, কোন্ ভুমির মাধ্যাকর্ষণ তোমাতে বেশী? এই দেশ—সে তোমার এই দেশ।

সরস্বতীকে পূজো করছ তোমরা! সরস্বতী কি বইয়ের স্তূপ! সে স্তূপের নির্ম্মাণ তোমার কোন্ মাটিতে হয়েছে? এখানকার—এখানকার সে তোমারই এই দেশেরই মাটিতে। এখানকার মাটিকে তুমি পরিত্যাগ করো না, তুমিই ঠকবে। দেখনা, কতবার পৃথিবীর কত দেশ থেকে কত লোক তোমার এই মাটিতে বাসা বাঁধবার জন্য এসেছে আর তুমিই সেই মাটি অবলীলাক্রমে ছেড়ে দেবে! মূর্খ—

[ছাত্রেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া বলিয়া উঠিল—'বন্দেমাতরম্']

That's right,

[সকলে শোভাযাত্রা করিয়া বাহির হইতে লাগিল,—সেই অবস্থাতেই আলো নিভিল।]

—o—

—উপসংহার—

সবুজ আলো জ্বলিল। ইস্কুলের বারান্দা। হেডমাষ্টার, শ্রীবিলাস, নগেন, পণ্ডিত এবং অন্যান্য মাষ্টার দেখা দিলেন, আলো সাদা হইল।

পণ্ডিত। অথচ কিছুই না—একেবারে কিছুই না, বুঝলেন না কিছুই তো না—

নগেন। যদু'দাই তো সব ছেলেদের বের করে নিয়ে গেল, নতুবা ওরা তো ক্লাস কর্চ্ছিলই।

পণ্ডিত। অথচ কিন্তু কিছুই না—মধ্যের থেকে তোরই ছেলেপুলে না খেতে পেয়ে শুকোবে।

হেড। আমরা প্রতিমাসে সাহায্য করে ওঁর সংসার কি চালাতে পারব না পণ্ডিত মশাই!

শ্রী। সে হবে না মাষ্টার মশাই—চাকরী আমি ওঁর খেয়েছিই।

হেড। সেটা ঠিক হবে না শ্রীবিলাসবাবু। এই স্কুল ভাঙতে পারে না এটা High English School, টোল নয়—সেকালের গুরুমহাশয়ের পাঠশালাও নয়। ছেলেরা ছ-মাস পরেই আবার ঘরে আসবে। আমরা ইস্কুলে যা শিক্ষা দিই তাতে ওদের মনের জোর কখনই অত সবল হতে পারে না—সেকালকার বেতের ঘায়ে আর কিছু হোক না হোক মেরুদণ্ড শক্ত হোত। ওই ছেলেরা যদি ফিরে না আসে তবে High English School নামই বৃথা—ঐ যদু মাষ্টারকেও ঘুরে আসতে হবে।

শ্রী। আসুক—ঐ যদো মাষ্টারের চাকরী যদি আমি না খেয়েছি তবে কি বলেছি—

[একটি যুবক প্রবেশ করিল দরখাস্ত হাতে, দরখাস্তখানা হেড-মাষ্টারের হাতে দিল।]

হেড। চাকরীর দরখাস্ত ; কিন্তু এখানে তো কোন্ চাকরী খালি নেই।

যুবক। আজ্ঞে যদুবাবুর post টা খালি হলো তো—

হেড। ওঃ, কিন্তু সে সম্বন্ধে তো এখনও কিছু স্থির করিনি, advertise করিনি।

যুবক। আজ্ঞে যদি হয় সেই ভরসায় দরখাস্তটা করে রাখলাম, যদি খালিই হয় আমাকে একটু স্মরণ রাখবেন।

হেড। আপনার কোয়ালিফিকেসন ?

যুবক। আজ্ঞে দরখাস্তে লিখেছি তো graduate, ভালো অনার্স পেয়েছিলাম তা ছাড়া good character—নিষ্কলঙ্ক চরিত্র।

হেড। মাষ্টারি করতে এসেছেন যখন তখন গ্র্যাজুয়েট যে নিশ্চয়ই তা বুঝতে পেরেছি এবং অনার্স বা সম্মানের সঙ্গে পাশ করেছেন বলেই মাষ্টারী চান তাও অনেকটা বুঝি ; আমি জিজ্ঞেস কচ্ছি অন্য qualification অর্থাৎ কদিন এক নাগাড়ে উপোস দিতে পারেন ?

যুবক। সে কি স্যর উপোস দিতে হবে না বলেই তো এসেছি তবে কয়েকমাস Practice হয়েছে ২।১ বেলা পারি ?

হেড। হবেনা, অন্ততঃ দিন পনেরো পারা চাই, আপনি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ নন ?

যুবক। আ-জ্ঞে না

হেড। শিক্ষাবিভাগে পুনরায় সেকালকার মতো ব্রাহ্মণেরই একাধিপত্য হবে বলে মনে হচ্ছে কারণ তাদের উপোস করাটা পেশা

কিনা এবং বিস্তার্জনও তাদেরি পেশা; history repeats itself সেই কথা বলছি।

যুবক। ওঃ তা-হলে

শ্রী। আর তা ছাড়া আমার ভাগ্নে রমেশ রয়েছে না! রমেশ নিজেই রয়েছে

পণ্ডিত। কেন আবার মিছে রমেশকে আনেন? মাষ্টারিটা কিছুই তো না বরং আপনার দোকানে লাগিয়ে দিন না কেন?

যুবক। আ-জ্ঞে!

পণ্ডিত। মানে বুঝলেন না, কিছুই তো না, তাছাড়া যদুবাবু যে একেবারে চলে গেলেন তাও মনে হয় না; হাজার হলেও হুজুগ ছাড়া তো কিছুই না—বুঝলেন না – কিছুই না।

[যুবকের হতাশ হইয়া প্রস্থান]

শ্রী। ও এলেই হোল বলি চাকরী আমি খেয়ে দেবো না…কি বলেন মাষ্টার মশাই সেক্রেটারীকে যথাযথ একবার বলি?

হেড। হ্যাঁ আমিই বলব—আমিই বলব যে, এই ইস্কুলের নাম রাখতে হবে যদুনাথ ইনষ্টিটিউসন দেখবেন এই ইস্কুলের সঙ্গে অন্য কোন ইস্কুল এঁটে উঠতে পারবে না, ছেলে আসবে কাতারে কাতারে—

সকলে। নাম হবে যদুনাথ ইনষ্টিটিউসন !!!

হেড। হ্যাঁ ইস্কুলকে দাঁড় করাতে হলে তাইই করতে হবে; যদুবাবুর দেশপ্রেম, তাঁর জনপ্রিয়তা আমাদের হবে মূলধন। দেশকে যদুবাবু যেমন চিনেছে একদিক দিয়ে, আমিও চিনেছি তার উল্টো দিক দিয়ে, ইস্কুলের নাম হবে ঐ যদুবাবুর নামেই—যদুনাথ ইনষ্টিটিউশন। ভৈরব! ছুটির ঘণ্টা মার। [ঘণ্টা পড়িল]

যবনিকা

ছেলেরা

প্রথম দৃশ্য

বনপথ।

[যাত্রী শান্তভাবে ধীরে ধীরে গাছের ছায়ায় বসিলেন। সময় সন্ধ্যার দিকে। মথুর বাবু ভানু বাবুকে ডাকিতে ডাকিতে প্রবেশ করিতেছেন।]

মথুর। আরে ও ভানু বাবু—

ভানু। কি দরকার?

মথুর। ডাঁটা কত দিয়ে কিনে আনলেন?

ভানু। আপনার দরকার কি তাই বলুন না, অত ভনিতা কেন?

মথুর। বলি চট্‌ছেন কেন?

ভানু। না চট্‌বার কথা নয়! তবে বিনা স্বার্থে আপনি কারও সঙ্গে কথা বলেন না কিনা—

মথুর। নাকি?

ভানু। নাকি মানে! ন্যাকা! সেদিন বার বার করে বললাম, মথুরদা মালটা পঁচিশ সেরের বেশী নেই—

মথুর। বেশী ছিল তো—

ভানু। আরে মশাই, আনছি তো খাবার চাল, আজকাল কণ্ট্রোলের বাজার তাই। নতুবা সাতাশসের চাল আবার কেউ বিদেশ থেকে ব'য়ে আনে না কি!

মথুর। আপনার উপকার হয়েছিল তো!

ভানু। কিন্তু ঐ বাড়তির জন্যে চারিটি পয়সা আদায় করে তো নিলেন!

মথুর। দেখুন, না নিলে আমার চলে কি করে?

ভানু। আজ তো এসেছেন ষ্টোভের জন্যে খানটুক্ স্পিরিট নিতে—

মথুর। ঠিক ধরেছেন তো—

ভানু। বটে, কিন্তু দোব না, পয়সা লাগবে।

মথুর। দেখুন—

ভানু। দেখলাম না—

মথুর। আমার দিকটা বিবেচনা করে দেখুন, একেবারে ইস্কুলের ছেলের মত অবুঝ হবেন না।

ভানু। কি বল্লেন, ইস্কুলের ছেলের মতো!

মথুর। মানে—

ভানু। মানে শুনতে চাইনে, আপনি ইস্কুলের ছেলে ব'ল্লেন কেন?

মথুর। দেখুন, ডাঁটা তুলে মারবেন না বলছি, ভাল হবে না—

ভানু। মারব না! একশবার মারবো। এই বাজারের থলিটা দিয়ে মারব। আমি ইস্কুলের ছেলে মানে নির্ব্বোধ, অজ্ঞ, পাজী, মূর্খ— মানে আমি বাপ মার কথা শুনিনে! ধর্ম্ম ভক্তি নেই! ইংরেজী ঝাড়ি—মানে—

মথুর। মানে সকল রকম পাগলামী আর বাঁদরামীর একাউণ্ট অফিস।

ভানু। খবরদার, ব্যবসা তুলে গাল দিবেন না বলছি—

মথুর। একশবার দোব, বলব, ইস্কুলের ছেলেদের ফ্যাক্টরীর হেড একাউণ্টাণ্ট।

ভানু। আমিও বলব, তুমি তাদের একটা বুকিং অফিস—

মথুর। খবরদার—

ভানু। চোপরাও—

মথুর। ডাঁটা তুলোনা বলছি—

ভানু। ছাতা নামাও—

(যাত্রী উঠিয়া আসিল)

যাত্রী। আহ্ হা কি করছেন! ইস্কুলের ছেলেদের কতটুকু আপনারা জানেন?

ভানু। থাক মশাই, বিদেশী হয়ে আর মধ্যস্থতা ক'রতে আসতে হবে না।

মথুর। ঝগড়া করলেও আমরা বন্ধু—

ভানু। প্রতিবেশী—

মথুর। বিনা টিকিটে এলেও ছেড়ে দিই—

ভানু। ফ্যাক্টরী থেকে চুরি করে ওঁর ষ্টোভের স্পিরিট যুগিয়ে থাকি।

মথুর। চিরকাল সাহায্য করব—

ভানু। এবং আজও।

মথুর। ডাঁটা কত হল ভানু বাবু?

ভানু। তিন আনা মথুরদা।

মথুর। একটু স্পিরিট দিতে পারবেন?

ভানু। চলুন না বাসায়।

(উভয়ের প্রস্থান)

ছেলেরা

(বিদ্যাসাগরের প্রবেশ)

বিদ্যাসাগর। (যাত্রীকে) বলতে পারেন, রাস্তার আলোটা আজ জ্বলেনি কেন ?

যাত্রী। রাস্তার আলোয় কি করবে ?

বিদ্যাসাগর। পড়ব, বাড়ীতে তেল নেই কিনা। আমরা বড্ড গরীব, বাবা মাইনে তো বেশী পান না।

যাত্রী। তোমার হাতে হলুদ-দাগ কিসের ?

বিদ্যাসাগর। রান্না করে এলাম যে, ঠাকুর তো নেই।

যাত্রী। তোমার নাম কি

বিদ্যাসাগর। ঈশ্বর চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

যাত্রী। আজকে আলো জ্বলেনি। মিউনিসিপ্যালিটির আলো কিনা ? ওগুলো তাদের মর্জ্জি-মাফিক জ্বলে, যেন পথচারীদের জন্য নয়। আজকে তুমি নাই বা পড়লে।

বিদ্যাসাগর। কিন্তু—

যাত্রী। কিন্তু নেই, ওহে বিদ্যাসাগর একদিন না পড়লে এমন কিছু এসে যায় না।

(বিদ্যাসাগরের প্রস্থান ; কবির প্রবেশ)

কবি। কোথায় ফিরে চললে যাত্রী !

যাত্রী। তুমি কে ?

কবি। আমি থাকি এই গ্রামে। আমি ছেলেবেলা মিল দিয়ে কথা বলতাম, তাই লোকে আমার নাম রেখেছে কবি।

যাত্রী। তুমি তো বড় বেশী কথা বল !

কবি। হাঁ কথাই যে আমার প্রকাশ, ফুলের যেমন বর্ণ।

ছেলেরা

যাত্রী। তোমার হাতে কি ?

কবি। হাতে আমার ধনুক।

যাত্রী। কেন ?

কবি। এই ধনুকের আছে তীক্ষ্ণদৃষ্টি।

যাত্রী। আর তরবারির ?

কবি। দৃপ্ত তেজ।

যাত্রী। ফুলের মালায় ?

কবি। মঙ্গল আর সুষমা—

যাত্রী। মানে, সত্য, শিব,সুন্দর ?

কবি। হাঁ তুমি কে ?

যাত্রী। আমার পরিচয় আমার সঙ্গে, পরিচয় আমি দিই না; আমাকে চিনে নিতে হয়।

কবি। চলেছ কোথায় ?

যাত্রী। অতীতে—

কবি। অতীতে কি ফেরা যায় ?

যাত্রী। অন্ততঃ ঘোরা তো যায় ?

কবি। লাভ !

যাত্রী। লাভ-কে বুঝিনা, মোহকে জানি। (প্রস্থান)

কবি। বুঝেছি তুমি মানুষের জীবন। ও ভাই যাত্রী শোন ! ও ফিরবে না ! আচ্ছা আমিও তোমাকে ফেরাব।

(ধীরে ধীরে আবৃত্তি করে)

ছেলেরা

জগৎ পারাবারের তীরে

ছেলেরা করে মেলা,

জানে না তারা সাঁতার দেওয়া

জানে না জাল ফেলা।

ডুবারি ডুবে মুকুতা চেয়ে,

বণিক ধায় তরণী বেয়ে,

ছেলেরা নুড়ি কুড়ায়ে পেয়ে

সাজায় বসি ঢেলা,

রতন ধন খোঁজে না তারা

জানে না জাল ফেলা।

ঝঞ্ঝা ফিরে গগন তলে

তরণী ডুবে সুদূর জলে,

মরণ দূত উড়িয়া চলে,

ছেলেরা করে খেলা,

জগৎ পারাবারের তীরে

শিশুর মহা-মেলা।

যাত্রী, তুমি জান না এদের, কিন্তু আমি জানি—আমি জানি, আর, তোমাকেও জানতেই হবে। অত দূরে থাকা চলবে না।

[তীর ছুঁড়িল যাত্রীর পথের দিকে]

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্কুল।

পণ্ডিত মহাশয়। (প্রবেশ করিয়া বসিতে বসিতে) তোদের আজ কি পড়া আছেরে !

অরুণ। জলমুচ্ শব্দ স্যার—

পণ্ডিত। আচ্ছা, এই গাঙ্গুলী বেঞ্চি কাটছিস্ ক্যান্‌রে। দাঁড়া, উঠে দাঁড়া। হুঁ তুই গাঙউলী গাঙে যা, কাঠ্যে-উলীর কাজ করিস্ ক্যান্। হতভাগা, ঢেঁকী পুষ্যিপুত্তুর।

অরুণ। স্যার—

পণ্ডিত। অনেকক্ষণ ছেড়েছি, আপনি বলেন!

অরুণ। ভেদ শব্দটা কি করে হল স্যর?

পণ্ডিত। এই সেদিন ব'লে দিলাম—এর মধ্যেই ভুলে গেছেন! মুখখু কোথাকার। এঁ একেবারে মহাপুরুষ! আচ্ছা নে, লিখে নে, ভিদ-ছিল—অল্।

অরুণ। 'অল' এর ল কোথায় স্যর!

পণ্ডিত। 'ল' ইৎ

অরুণ। ইৎ কি স্যার?

পণ্ডিত। ইৎ মানে যেটা পরে থাকে না, লোপ পায়, এও জানোনা, মুখ্খু কোথাকার!

অরুণ। উঠে যায় কেন স্যর!

পণ্ডিত। ওটা নিয়ম।

অরুণ। নিয়ম কি করে বুঝব স্যর?

পণ্ডিত। সে তোমার বুঝতে হবে না!

অরুণ। বুঝতে হবে না!

পণ্ডিত। না।

অরুণ। তা হ'লে পারব কি করে স্যার?

পণ্ডিত। মুখস্থ করে ফেল।

ছেলেরা

অরুণ। এতগুলো প্রত্যয়ের ইৎ মুখস্থ করতে হবে!

পণ্ডিত। আজ্ঞে হ্যাঁ!

অরুণ।' না স্যর সোজা করে বুঝিয়ে দিন।

পণ্ডিত। ক'লাম যে বুঝতে হবিনে!

অরুণ। স্যর একটু না বুঝলে পার্ব্বনা স্যর—

পণ্ডিত। এদিক আয় গর্দ্দভ কোথাকার। (চুল ধরিয়া মাথা টেবিলে ঠুকিতে ঠুকিতে) তোমার বোঝাই হয় না, এ্যা বোঝাই হয় না, বোঝাই-যে হয় না বাড়ী যায়ে ছাই খাস্-যা মুখখু কোথাকার; বেঞ্চির উপর 'নিল' হোগে যা। এ্যাই তলাপাত্র, জলমুচ্ শব্দ বল্

তলাপাত্র : (জলমুচ শব্দ আবৃত্তি করে)

পণ্ডিত। ওডা কেডারে! বেষ্টা না! এ্যাই দাঁড়া, পরেরটুকু বল্।

বিষ্টু। পড়িনি স্যর—

পণ্ডিত। বড় কেতাথ করেছ, পড়িনি, স্যর। পড় নাই ক্যান্;

বিষ্টু। তেল নেই স্যর বাতি জ্বালতে পারিনে—

পণ্ডিত। ক্যান তেল নাই ক্যান্?

বিষ্টু। সপ্তাহে মাত্র এক পাইট তেল দেয় স্যর—

পণ্ডিত। তা ফুড কমিটিতে বলতে পার না।

বিষ্টু। তারা কিছু করে না স্যর, বলে আয় বেশী না হলে তেল বেশী দেওয়া হবেনা, তা আমাদের তো একরকম খাওয়াই চলে না, তায়—

পণ্ডিত। ওরে আহাম্মক পড়ার ইচ্ছা থাকলে ওর মধ্যেই হয়। বিদ্যাসাগরের নাম শুনেছিস্—রাস্তার আলোর ধারে দাঁড়িয়ে পড়াশুনা করতেন, তেল নাই স্য'র—

অরুণ। স্যর রাস্তার আলো পাবে কোথায়! মিউনিসিপ্যালিটি যুদ্ধের

আগেই ল্যাম্প জ্বালাত না, তেল চুরি করে সব মেরে দিত। এখন তো' পোয়া'বারো, ব্ল্যাক আউট, বাতিতে কালো ঠোস দিতে হয়েছে, ওই কালো ঠোসের আড়ালে সব চলে স্যর, সব চলে—

পণ্ডিত। আচ্ছা তোমার আর সরফরাজী করতে হবে না।

অরুণ। সত্যি স্যর, ঐ ব্ল্যাক আউটই তো ব্ল্যাক মার্কেট তৈরী করেছে, ও রুই কাৎলা থেকে চুনোপুটি পর্য্যন্ত।

পণ্ডিত। আরে মুখখুটা বেশ বলেছে তো!

অরুণ। হ্যাঁ স্যর, আমাদের সংস্কৃতে আছে না, জ্ঞানের আলোকে অন্ধকার দুর হয়! তেমনি আলো থাকলে চোরা বাজার থাকে না। কিন্তু আলো জ্বাললে পুলিশে ধরবে যে! অর্থাৎ দেশরক্ষার নামে দেশ এখন অজ্ঞান—

পণ্ডিত। আচ্ছা নীচে নেমে দাঁড়া। না, না ব'স, বেশ বুদ্ধি ক'রে কথাটা বলেছিস্। না, তোকে যতটা কুষ্মাণ্ড মনে করেছিলাম ততটা নস্···বস্। এ্যারে সেই ঘোরপ্যাচ সাণ্ডেলটা গেল কোথায় রে!

অরুণ। সে ইৎ হয়েছে স্যর—অর্থাৎ

পণ্ডিত। আর তোমার অর্থাৎ করতে হবে না। পাজী গরু, হামানদিস্তে!—এ্যাই ঘোষ—বাসু ঘোষ তুই বলতো জলমুচ্ শব্দের সপ্তমীর একবচন কি?

বাসু। জলমুচি

পণ্ডিত। জলমুচি মানে কি?

অরুণ। (নিম্নস্বরে) বল্ যে মুচির জল চলে।

পণ্ডিত। এ্যাই খবর্দার···হু বল্—

বাসু। যে মুচির জল চলে স্যর—

পণ্ডিত। যে মুচির জল চলে!! এ্যা এরে অলম্ভান, মুচির আবার জল চলে কবে রে!

বাসু। হ্যাঁ স্যর আমাদের গ্রামে রামা মুচির জল চলে। সেবার মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যতা আন্দোলন করেছিলেন সেই সময়—

পণ্ডিত। ওরে ঢেকী আর ব্যাখ্যা ক'রতে হবে না, এইদিকে আয়। চল, হেড মাষ্টারের কাছে নিয়ে যাই, তারপর সেখানে তোর ঘোষের বুদ্ধি দেখাস্। হতভাগা তুই যে আমার পণ্ডিতি ভুলিয়ে দিলি! চল দেখি হেড মাষ্টারের কাছে—

[বাসুর কান ধরিয়া লইয়া গেলেন]

তৃতীয় দৃশ্য

বন পথ।

মধুসূদন—

রেখ মা দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে
সাধিতে মনের সাধ
ঘটে যদি পরমাদ
মধুহীন ক'রনা গো তব মনঃ কোকনদে।
প্রবাসে দৈবের বশে,
জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ আকাশ-হতে, নাহি খেদ তাহে—

[রাজনারায়ণের প্রবেশ]

রাজ—মধু !

মধু। কে ! ও দত্ত-মহামতি—My father !

রাজ। তুই এখনো কথা শোন—

মধু। না, আমিতো খৃষ্টান হয়েছি। আমি বুড়োদের কোন বাধাই মানি না—তাইতো খৃষ্টান হয়েছি—

রাজ। সে আমি কাটিয়ে নিতে পারব। কিছু খরচ করে প্রায়শ্চিত্ত করলেই হবে—

মধু—প্রায়শ্চিত্ত—Oh, no !

Long sunk in superstition's night
By sin and Satan driven,
I hastened to Eternity
O'er Error's dreadful sea.

Look here, you old gentleman of Bengal, আমি খৃষ্টান ধর্ম নিয়েছি সে ধর্ম ভালবাসি বলে নয়। ধর্ম সম্বন্ধে আমি কিছু চিন্তাই করি না। আমি শুধু তোমাদের নানাবিধ নিষেধ, অহেতুক বাধার প্রাচীরকে গ্রাহ্য করতে পারিনি। না, না তোমাদের সংস্কার আমি মানিনা। বিলেত যাওয়ার প্রথম বাধাটা কাটিয়ে নিলাম। বিলাত—হ্যাঁ বিলাত Land of my heart's desire যেখানে Milton থাকতেন— Shakespeare.

রাজ। তুই বিলেতে যাবি !

মধু। হ্যাঁ, হ্যাঁ পুরোপুরি সাহিত্যিক হতে হ'লে মাসে কয়েক শত টাকার একটা ভদ্র রকম চাকরী আমার প্রয়োজন।

[যাত্রী প্রবেশ করিয়া কোণে বসিল]

রাজ। টাকার তোর ভাবনা !

মধু। You man let me finish ! তা ছাড়া আমাকে Barrister হতে হবে। আমি শুধু কবি মধুসূদন নই, একেবারে মাইকেল M. S. Dutt এস্কোয়ার of the inner temple, বার এট-ল', হাঃ হাঃ হাঃ কেমন চমৎকার নয়।

রাজ। মধু এ পথে না গেলি, তুই ফের।

মধু। no no.

I have broke Affection's tenderest ties

For my blest saviour's sake...

(প্রস্থান)

রাজ। মধু যাস্‌নে মধু......(প্রস্থান)

[ভানু ও ঠিকাদারের বিপরীত দিক হইতে প্রবেশ]

ঠিকাদার। আরে ও ভানুবাবু—

ভানু। বলুন।

ঠিকা। আরে আমার বিল'টা পাশ করিয়ে দিন—

ভানু। কোন বিল !

ঠিকা। আরে ফ্যাক্টরী বাড়ানোর জন্যে যে সব মাল পাঠিয়েছি—

ভানু। ও' সে তো পাশ করানো হবে না, অনেক কাটছাট করতে হবে।

ঠিকা। আরে মোশাই বোলেন কি ; মেরে ফেলবেন না'কি। ও' একদম ঠিক আছে, এক পাই বেশী দিই নি।

ভানু। আপনি বল্লেই তো হবে না। এটা একটা একাউণ্ট, রীতিমত অডিটর' 'চেক' করবে—তারপর ইন্‌কমট্যাক্স অফিসার!

ঠিকা। বাবুজী জান্ নিকলাবেন না: ও-আর কোমতি হবে না। একেবারে মর্ যাব। পাশ করিয়ে দিন আপনাকে পান খাবার—

ভানু। পান খাবার আমি নিইনে, আমাকে কি ঘুষখোর পেয়েছেন!

ঠিকা। আরে রাম! রাম! নেহি-নেহি উয়ো নেহি—ইয়ে কি –

ভানু। শুনুন ঠিকাদার সাহেব—

ঠিকা। বলিয়ে না—

ভানু। এক কাজ করতে পারেন!

ঠিকা। ফরমাইয়ে—

ভানু। এই গাড়ী গাড়ী ইট যাচ্ছে—

ঠিকা। হঁ 'হঁ'।

ভানু। গাডী প্রতি পঞ্চাশখানা ইট আমার বাড়ীর সামনে নামিয়ে যাবেন। বুঝতেই তো পারেন বাড়ীটা পাকা না করলে—

ঠিকা। লেকিন ইয়ে তো ডানহাত-সে চৌরি—

ভানু। চুরি কোথায় সাহেব। কোম্পানীকে মাল দরিয়ামে ঢাল। সে তো আপনাদেরই নীতিকথা। বিল আপনি ঠিকই করবেন, কেউ টের পাবে না। আর ভাবনার কি? অমি তো থাকলাম।

ঠিকা। আভি সমঝলাম। আচ্ছা উহি হোবে লেকিন বিলঠো—

ভানু। সে আপনার ভাবতে হবে না।

[ঠিকাদারের প্রস্থান]

[মথুরের প্রবেশ]

মথুর। এই যে ভানুবাবু।

ভানু। হ্যাঁ আপনি কোথায়!

মথুর। আমি শুনেছি সব।

ভানু। কেন শুনলেন! আপনাদের জ্বালায় কি—

মথুর। চটছেন কেন, আমি কি কেড়ে নিচ্ছি?

ভানু। চটছি কোথায়, ঘুষ কে না নেয়! সবাই নেয়। কিন্তু একজন আর একজনের ঘুষের কথা আড়ি পেতে শুনবে এ এক রকমের দুর্নীতি। ঘুষ trade এর এই secrecy যে না পালন করে—

মথুর। ঘুষ বলছেন কেন! আমি আনি-টা দুয়ানি-টা ছাড়িনে। বড় জোর গাড়ী থেকে মাছ নামল, হয়ত একটা মাছ নিলাম কেউ কেউ টাকাটা সিকিটা নেয়। আমার বরাতে টাকাটা ক্বচিৎ। সেদিন একটা প্যাসেঞ্জার ভোরের গাড়ীতে ক'লকাতা যাবে, টিকিট কিনতে এল, দিল পাঁচ টাকার নোট, টিকিটের দাম ২।৴০, তার ঘুমজড়ানো চোখ দেখে ফেরৎ দিলাম ১৸৴০, একটা টাকা হাতে রাখলাম। লোকটা ঘুমের ঘোরে চলে গেল। ঐ লাভ ঐ এক টাকা পর্য্যন্ত। নায়েবেরা শুনেছি পুকুর চুরি করে। কিন্তু আপনাকে দেখছি একেবারে দালান শুদ্ধ—মানে অট্টালিকা চুরি—প্রাসাদ।

ভানু। এটা চুরি হ'ল!

মথুর। চুরি নয়!

ভানু। চুরি! ঘুষটা চুরি?

মথুর। আরে আপনি দেখছি আমার অরুণের মত কথা বল্লেন, অরুণ মানে ঐযে ইস্কুলে পড়ে।

ভানু। দেখুন মথুরদা ইস্কুলের ছেলে বলে গাল দেবেন না বলছি।

মথুর। এটা গাল হল?

ভানু। গাল নয়! ইস্কুলের ছেলে যাদের বৈষয়িক বুদ্ধি নেই কেবল উচ্চাকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন দেখে, দালানে আর কাঁচা বাড়ীর মধ্যে ভেদ করতে জানে না, যারা বাপ মা মানে না, যারা মনিব মানে না, ইনকম্‌ট্যাক্স অফিসারকে চেনে না, একাউন্ট বোঝে না—

মথুর। আহা, আমাকে বলতে দিন—

ভানু। না, তোমার কোন কথা শুনতে চাইনে, ছোটলোক কোথাকার—

মথুর। দেখ জাত তুলে কথা ব'লনা বলছি।

ভানু। একশ'বার তুলব, তুলব না—তোমাকে একেবারে ঘায়েল করে ছাড়ব।

মথুর। দেখ, কলমের খোঁচা মের না বলছি, নিব্‌ এ poison থাকে।

ভানু। থাকুক poison, তোমাকে শায়েস্তা করতে না পারলে—

মথুর। বটে, আচ্ছা আমার পকেটে কি নস্যি নেই!

ভানু। এ্যাই, নস্যি ছুঁড়না—

মথুর। কলম গোঁজ—

যাত্রী। আহা, থামুন না কি সব ছেলেমানুষী করছেন—

ভানু। এহ্‌, এটা আবার কেটারে—

মথুর। বার বার ভোল বদলে আসছে!

ভানু। যাত্রার সঙ্‌!

মথুর। আপনি বিদেশী, ওখানে গিয়ে বসুন।

ভানু। আমাদের কর্ণগত কথার মধ্যে আপনি কেন?

মথুর। নিশ্চয় আমরা দুইয়ে এক

ছেলেরা

ভানু। উভয়েই ঘুষ নিই

মথুর। উভয়েরই সংসার অচল।

ভানু। আমরা বন্ধু—

মথুর। একজন বুকিং ক্লার্ক—

ভানু। একজন ফ্যাক্টরী একাউন্ট—

মথুর। ভানুবাবু দালান কি নাগাদ হবে মনে হয়—

ভানু। আপনাদের বাপমার আশীর্ব্বাদে মথুরদা, তা প্রায় দু-এক মাসের মধ্যেই—

মথুর। তাহলে আজ একটু চা খাওয়ান

ভানু। চলুন না আমার বাড়ীতে—

(উভয়ের প্রস্থান)

(কবির প্রবেশ)

কবি। যাত্রী ভাই, একটু দাঁড়াও!

যাত্রী। সময় নেই

কবি। কোথায় যাবে?

যাত্রী। যেখানে মধুসূদন গিয়েছে—

কবি। তাকে কি পাবে?

যাত্রী। পেতে হবে।

বি। কেন?

যাত্রী। এমন যুগ চাই, যে যুগের ছেলে সম্পদের প্রলোভনে ভোলেনা, মায়া মমতা যাদের বাঁধতে পারে না, দেশকে যারা সত্যকার ভালবাসে, সত্যিকার বাঁধন ছেঁড়া যাদের নজর—

কবি। সে কি এ যুগে নেই!

যাত্রী। হয়ত সবই আছে, কিন্তু মনটা নেই। মাইকেলের মতো নিস্পৃহ অথচ ভোগী, আগুনের মত প্রতিভা অথচ ব্যর্থতা, বিত্তশালী অথচ দরিদ্র, এমন বিরুদ্ধ সমন্বয় নিয়ে এ যুগের কোন মানুষকে তো পাব না! এ যুগে হয় তো সে নির্বিকার নতুবা বিকারগ্রস্ত, এ যুগের প্রতিভা ব্যর্থতাকে স্বীকার করে না, ব্যর্থতায় তার প্রতিভা হয় বক্র আর বিকৃত—

কবি। কিন্তু কাল যে ব'য়ে চলেছে—

যাত্রী। কালকে ফেরাতে হবে, বৃত্তের একটা মুখ আর একটা মুখের সঙ্গে মেলাতে হবে।

কবি। কাল তো বৃত্তের নিয়মে চলে না। এ চলে কম্বুরেখায়—একে মেলান যায় না।

যাত্রী। তুমি বড় বেশী কথা বল।

কবি। কথা যে আমার জীবন, ছন্দ। কাজের মধ্যে যেমন গান, এই শ্মশানে যেমন [illegible]। কিন্তু তোমার যাওয়া হবে না, তুমি যে মহাদেবের জীবন।

যাত্রী। রুখবে কে?

কবি। আমার তরবারি—

যাত্রী। তোমার তরবারিতে কি হচ্ছে? তোমাকে কি তরবারি মানায়?

কবি। আমার বীণা যুগের অভিশাপে তরবারি হয়ে দাঁড়াল। বীণার নিক্কন আমার অস্ত্রের ঝঙ্কনা। যার হাতে বাঁশী ছিল তিনি যে মুষলও চালিয়েছেন, যার হৃদয়ে দর্শন, কণ্ঠে গীতা তাঁরই হাতে যে

ছেলেরা

সুদর্শন ভাই। আমি সেই কবি, আমিই মানুষকে বাঁচাব, আমিই তো আনব বিদ্রোহ।

যাত্রী—হাঃ হাঃ হাঃ।

কবি। ওকি তুমি পালিয়ে যাচ্ছ।

যাত্রী। বীণা তরবারি হ লক্ষ্য ফেরে না।

কবি। কিন্তু তুমি একটু দাঁড়াও।

যাত্রী। হাঃ হাঃ হাঃ (প্রস্থান)

কবি—আমি ধরতে পারলাম না তো! আমারই কি ভুল? না-না, আমি কবি,

আমি কবি.........

আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির
আর ছুতোরের মুটে মজুরের,
—আমি কবি যত ইতরের!
কামারের সাথে হাতুড়ি পিটাই
ছুতোরের ধরি তুরপুণ,
কোন্ সে অজানা নদীপথে ভাই
জোয়ারের মুখে টানি গুণ!
পাল তুলে দিয়ে কোন্ সে সাগরে
জাল ফেলি কোন্ দরিয়ায়,
কোন্ সে পাহাড়ে কাটি সুড়ঙ্গ
কোথা অরণ্য উচ্ছেদ করি ভাই
—কুঠার ঘায়।
সারা দুনিয়ার বোঝা বই আর খোয়া ভাঙ্গি

আর খাল কাটি ভাই, পথ বানাই,

স্বপ্ন বাসরে বিরহিনী রাতি

মিছে সারা রাতি পথ চায়,

হায় সময় নাই।

যাত্রী তুমি যেখানেই যাও, তোমার স্বপ্নকে আমি ভাঙ্‌বই, আমার তীরের আগে তুমি তো যেতে পারবে না। ঐ দেখ—

চতুর্থ দৃশ্য

মথুরবাবুর গৃহ।

অরুণ—বিষ্টু, বিষ্টু—কোথায় চলেছিস্ আয় না—

[বিষ্টুর প্রবেশ]

বিষ্টু—পড়তে যাচ্ছি ভাই—

অরুণ—কোথায় ?

বিষ্টু—দেখি কোথায়ও ল্যাম্প পাই কি না—

অরুণ—দূর পাগল, আজ এখানেই পড়। আমি বড় একলা পড়ছি ভাই—বস্ না। আরে বই খুলিস পরে শোন্।

বিষ্টু—কি

অরুণ—জানিস্ তো, একে গুনগুন, দুয়ে পাঠ, তিনে গোলমাল চারে হাট। হাসছিস্! হ্যাঁ, একা একা আমার তো কিছুতেই পড়া হয় না, দু'জন হ'লে বেশ ভাল পড়া হবে। আরে তুই, পড়ার জন্যে এত তাড়া লাগিয়েছিস্ কেন!

বিষ্টু—কি বলবি বল্‌না।

অরুণ—তোর পায়ে পড়ি বিষ্টু, তুই বইটা একটু বন্ধ করনা—

বিষ্টু—তোর কি হল বল্ দেখি—

অরুণ—আমার একটা কবিতা শুন্‌বি ?

বিষ্টু—না ভাই, কালকে আবার জিওমেট্রি আছে।

অরুণ—আরে সে তো আমারও আছে কিন্তু আমি পড়িনে। জিওমেট্রিতে কিছু আছে নাকি! পড়লেই বোঝা যায়। সমস্ত বইটার মধ্যে নির্ভেজাল সত্যিকথা লেখা। আরে অত সত্যি জেনে আমার কি হবে! বুঝলি এ যুগে বড় হতে হলে জিওমেট্রি বাদ দে—এ্যালজেব্রা পড়্ যেখানে হের ফের করে যদুর সমান মধু দাড়ায়।

বিষ্টু—বড় হতে চাইনে ভাই, কোনমতে ম্যাট্রিক পাশ করতে পারলে—

অরুণ—ম্যাট্রিক পাশ করে কি করবি হাকিমী, না হেকিমী—!

বিষ্টু—না ভাই, ও হুজ্জুতে নেই, কাউকে ধরে ট'রে সুগার ফ্যাক্টরীতে যদি ঢুকে পড়তে পারি—

অরুণ—তোর একেবারে ছোট নজর!

বিষ্টু—সে তুই আর কি বুঝবি! আচ্ছা পড়—তোর কবিতাই পড়।

অরুণ—না, তুই যদি মন খারাপ করিস তবে আর কাজ নেই!

বিষ্টু—তবে থাক ভাই আর একদিন শুন্‌ব।

[চাকরের প্রবেশ]

নন্দ—দাদাবাবু লণ্ঠনটা দিন না মা চাচ্ছে।

অরুণ—লণ্ঠন নিবি আমরা পড়ব না!

নন্দ—তা কি জানি, মা বলে দিল এত রাত্তিরে তেল পুড়িয়ে হাটের লোক শুদ্ধ পড়াতে হবে না!

অরুণ—ভাগ্ ভাগ্ হিঁয়াসে, ছাতুখোর কোথাকার।

বিষ্টু—আচ্ছা ভাই, আমি যাই।

অরুণ—দাঁড়া কোথায় যাবি। এই, এই নন্দ এইনে, এইনে তোর হ্যারিকেন। মাকে বলগে যা, তেল সব জমিয়ে রাখতে, মরবার সময় জ্বালিয়ে দোব'খন। [নন্দের প্রস্থান]

বিষ্টু—যা, বলতে নেই।

অরুণ—বলব না আবার! হিংসুটে কোথাকার। কি বলব নিজের মা তাই, নতুবা সৎ মা হলে এতদিন—

বিষ্টু—ছিঃ ছি; ভাই।

অরুণ—থাক্, তোর আর ছি-ছি করতে হবে না। আচ্ছা দাঁড়া তোকে একটা জিনিষ দিচ্ছি—

বিষ্টু—এটা কিসের বোতল?

অরুণ—চুপ, আস্তে—কেরোসিনের বোতল, নিয়ে যা।

বিষ্টু—চুরি—

অরুণ—চুরি কোথায়! আমি দিচ্ছি তো! তা ছাড়া বাবাকে কিনতে হয় না! ষ্টেশনের Lamp Room থেকে সব যোগাড় করা বুঝলি না!

বিষ্টু—তোর বাবা চুরি করেছেন?

অরুণ—খবর্দার বলছি, বাবার কথা তুলবি নি, মাথা ফাটিয়ে দোব। হাঁদারাম, এটাকে বুঝি চুরি বলে, যোগাড় করা রে--যোগাড করা। এখন এটা নিয়ে ভাগ। বাবা দেখতে পেলে আবার মহামুস্কিল হয়ে পড়বে। সব হিংসুটে কি-না!

[বিষ্টুর প্রস্থান। নেপথ্যে 'চোর চোর, শব্দ—অরুণ বাহিরে গেল]

[মথুর, নন্দ ও বিষ্টুর প্রবেশ]

মথুর—কোথায়, অরুণ কোথায়!

[অরুণের প্রবেশ]

অরুণ—কেন বাবা!

মথুর—এ তেল, এ ছোঁড়াটাকে তুই দিয়েছিস?

অরুণ—কই না-তো! কি রে দিয়েছি, আমি দিয়েছি?

বিষ্টু—ন্-না।

মথুর—এঁ আবার চোখ রাঙাচ্ছে দেখ, এইমাত্র বললে অরুণ দিয়েছে—

অরুণ—মিথ্যুক, মিথ্যুক—বাবা, বিষ্টুটা ভয়ানক মিথ্যুক। এ কিরে তোর কপালের কাছটা কেটে গেছে দেখছি। বাবা, আইডিন।

বিষ্টু—না—আমার কাটেনি, কাউকে আইডিন দিতে হবে না।

অরুণ—কাটেনি মানে, ইস্ এ পাশটা যে ফুলে উঠেছে। বাবা নিশ্চয়ই নন্দটা ওকে মেরেছে।

মথুর—নন্দ মারবে কেন, আমি মেরেছি। এতটুকু বয়স, কতবড় চোর দেখ।

অরুণ—আইডিনটা কোথায়—

বিষ্টু—না, আমাকে আইডিন দিতে হবে না, আইডিন আমার লাগবে না। এ আমার পড়ে গিয়ে কেটেছে। অমন আমার অনেক কাটে অনেক ভাঙ্গে, আবার সেরে যায়। তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাকে আইডিন লাগাতে হবে না।

মথুর—ছেড়ে দে না অরুণ; চোরকে অত কেন?

অরুণ—বাবা, তুমি চুরি করনি! ষ্টেশন থেকে তেল চুরি করে আননি! তোমাকে যদি কেউ এমন করত।

মথুর—খবর্দার, খবর্দার অরুণ, বাজে কথা বলিসনি বলছি।

অরুণ—বাজে কথা! তুমি সরে যাও তো বাবা, এখানে তুমি থেকো না। বিষ্টু আমার ক্লাশে পড়ে, আমার বন্ধু ও খুন হয়ে যাবে আর তাই দাঁড়িয়ে দেখব!

মথুর—তা হলে তেল তুই দিয়েছিস বল—

অরুণ—আমি একবার যা বলি তা আর উল্টাইনা।

মথুর—উল্টাবি কেন, তুই তো দিসনি, আমি জানি তো! দাঁড়া জামাটা গায়ে দিয়ে আসি। তারপর থানায় নিয়েই ছিচকে চোরের কয়েকটা উত্তম মধ্যম···নন্দ, অরুণ দেখিসতো ও যেন না পালায়।

[প্রস্থান]

অরুণ—বিষ্টু চল মার কাছে যাই। মা ন্যাকড়া দিয়ে বেশ ভাল করে বেঁধে দেবে'খন। মা এমনি হিংস্কুটে হলে কি হবে, কাটাকুটো কারও দেখতে পারে না। আর মার কাছ থেকে তোকে বাবা থানায় নিয়ে যাবে—ও' সে দেরী আছে। দেখিস নি-তো সে রণ রঙ্গিনী মূর্ত্তি—ওরে বাবা, চল।

বিষ্টু—না!

অরুণ—এ, মিথ্যে কথা বলেছি বলে রাগ করেছিস? আর না বললে কি বাবা আমায় আস্ত রাখ্ত। বাবা বেত ধরলে যে Blue wash করে ছাড়ে রে! সে সময় মার বাবারও সাধ্যি নেই ঠ্যাকায়। চল্ বাবা আবার এসে পড়বে।

নন্দ—বাবু বলে গেছেন যেতে দেওয়া হবে না

ছেলেরা

অরুণ—নন্দ দরজা ছাড় বলছি, বেষ্টাকে তুই মেরেছিস্ তবু তোকে কিছু বলিনি—

নন্দ—বাবুর হুকুম যেতে দোব না—চোট্টাকে নিয়ে ভাগবেন তা হবে না।

অরুণ—তবে রে জানোয়ার—তোকে আজ এই পাখা সই-ই করব।

নন্দ—(দৌড়াইতে দৌড়াইতে) আরে দাদ', ইয়ে দাদা!

অরুণ—বিষ্টু পিছু পিছু আয়—

বিষ্টু—না, আমি যাবনা। আমি থানাতেই যাব। আমি চোর আমি চুরি করব, চুরিই করব—ভালোপথ, ভালো পথ—পথ আমি পেয়েছি—

অরুণ—বিষ্টু, বিষ্টু, শোন— [উত্তেজিত ভাবে প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

ছাত্রাবাসের একটি কক্ষ

গোপীপদ—হে ভারত ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিওনা তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয় সুখের নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, ভুলিওনা তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত, ভুলিওনা তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিওনা —নীচজাতি মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ মুচি মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই, তুমিও কটিমাত্র 'বস্ত্রাবৃত হইয়া

সদর্পে ডাকিয়া বল ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশু শয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী, বল ভাই ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ আর বল দিনরাত—

'হে গৌরীনাথ; হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা—আমার দুর্ব্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর—'

[বাসুর প্রবেশ]

বাসু—বেশ, বেশ আবৃত্তি করেছিস, তুই কাপটা নিবি দেখছি।

গোপী—বসুদা, আজ তিনদিন কোথায় ছিলে ? সুপারিনটেণ্ডেন্ট তোমাকে কতবার ডেকে পাঠিয়েছেন।

বাসু—তোরা কি বললি

গোপী—বললাম, হঠাৎ বাড়ী গেছ

বাসু—বেশ করেছিস

গোপী—তুমি কি বাড়ী গিয়েছিলে ?

বাসু—হুঁ

গোপী—কিন্তু তুমি তো বাড়ী যাবার ছেলে নও।

বাসু—হুঁ

গোপী—কি ভাবছ বাসুদা

বাসু—ভাবছি আজ তিন দিন কজনকে খিচুরী পরিবেশন করেছি।

গোপী—খিচুরী খাইয়েছ ! কাদের ?

বাসু—ঐ যে দুর্ভিক্ষ পীড়িত সব। ওদের খাওয়াচ্ছে—চিনির কলের ভজুয়ানা লাল মেড়ো, ব্যাটা অনেক টাকা করেছে কি না—

গোপী—কদিন খাওয়াবে ?

বাসু—কি জানি কদিন। খাওয়াবে কাকে, সবতো মরে যাচ্ছে।

গোপী—মরে যাচ্ছে! কেন ?

বাসু—তুই তো আচ্ছা বোকা! মরে যাচ্ছে—কেন ? হুঁ :—
অনেক লোক মরছেরে গোপী, অনেক। সহরে কলেরাও দেখা দিয়েছে।

গোপী—বাস্তবিক, গরীব হওয়া কত কষ্টকর। ভগবান কেন যে এদের গরীব করেন!

বাসু—তুই যে বড় লোকের মত কথা বলছিস রে! এ্যা, কেন গরীব করেন! হুঁ—ওরা মরছে, আমরা ধুকছি। অথচ কেন ওরা মরবে- আমরাই বা ধুকব কেন!
জানিস্ গোপী, আমি 'জলমুচি' অর্থ ভুল বলি। মনে করেছিলাম আমি একটা গর্দভ। কিন্তু এদের দেখে মনে হল দেশের 'জলমুচি' জানা লোকগুলোই বা কি করছে! আরে আমিতো জলমুচ শব্দ পারিনে, কিন্তু দেশের লোক যে 'নর' শব্দও জানেনা। নর' শব্দে এখনও তারা পৌছতেই পারেনি অথচ এই না জানা লোকদের মধ্যে আমাদের মাষ্টার মশাইরাও আছেন!

গোপী—তুমি কি বলতে চাও বাসুদা, সকলে উঠে পড়ে এক কাজই করতে থাকবে! দেশে কি কেবল একটি কাজই আছে!

বাসু—নে, তুই চুপ করে থাক। তোর মুখে বড় বড় কথা শুনলে আমার ভয়ানক হাসি পায়!
তুই যার লেখা আবৃত্তি করছিলি—তিনি আর একটা কথা বলেছেন

কি জানিস! ওরে তোরা গীতা ছেড়ে ফুটবল খেলা ধর। হ্যাঁ এটা বিবেকানন্দেরই কথা। ও গীতা শাস্ত্র কিছু নয় রে কিছু নয়। সবই মানুষের জন্য; আর মানুষই যদি না থাকল·········
ইস কি সব মরণ! বুঝলি, মাকে খেতে দিলাম, কোলে ছোট একটা ছেলে ছিল—ব্যস একটু ঝুকতেই শেষ। কোলের উপরেই শেষ। তাজ্জব। মা একবার তাকিয়ে দেখল, কিন্তু খাওয়া ছাড়ল না।
ভাবছিস কি সব রাক্ষস হয়ে গেছে রাক্ষস।

গোপী—থাকগে বাসুদা ওসব কথা ভালো লাগে না।

বাসু—ভালো লাগবেনা কিরে। তোর ভালো না লাগলেই তো চলবে না। রুখে দাঁড়াতে হবে।

[নেপথ্যে—এ্যারে ঘোষ আছিস নাকি]

গোপী—ঐ যে পণ্ডিত-মশায় অসছেন—

বাসু—আছি স্যর

[পণ্ডিত ও ভানুর প্রবেশ]

পণ্ডিত--দেখত। ভানুবাবুর বিপদটা কাটিয়ে দিতে পারিস নাকি। তুই অনেকের উপকার টুপকার করে থাকিস।

বাসু—কি বলুন

ভানু—তুমি পারবে বাবা—তুমি পারবে! চেহারাতেই মালুম হয় কিনা কি রকম আগুন-আগুন চেহারা।

বাসু—কি বলুন না

ভানু—এ্যাই দেখ আমার বাড়ীতে একটা লোক থাকত—

বাসু—চাকর!

ভানু—হ্যাঁ চাকর, সেটার ভীষণ উদরাময় হওয়ায়—

বাসু—কলেরা।

ভানু—ঠিক তা নয়

বাসু—মারা গেছে তো!

ভানু—হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমি জান দেখছি।

কিন্তু এখন ফেলতে লোক পাচ্ছিনে—। কেউ—

বাসু—অজ্ঞাতকুলশীলকে ফেলতে রাজী নয়!

পণ্ডিত—আহা ভানুবাবু, সোজা করে বলুন, অত হিসেব করে বলতে হবে না এখানে ইনকাম ট্যাক্সের লোক নেই!

ভানু—কি যে বলেন; হ্যাঁ তাকে যদি

পণ্ডিত—এ্যারে ঘোষ, তোরা সবাই মিলে সেটাকে দাহ করে আয়—

বাসু—আচ্ছা স্যার

ভানু—তবে হ্যাঁ, তার জাতি ফাতি কিন্তু জানিনে

বাসু—কিছু দরকার নেই, সে মরে গেছে তো—ব্যস।

ভানু—আমি জানি কিনা। চিরকাল বলে এসেছি ইস্কুলের ছেলেদের মত অন্তঃকরণ. অমন বিশুদ্ধ চরিত্র, নির্ম্মল চিত্ত—

বাসু—আপনাকেও কাঁধ লাগাতে হবে কিন্তু—

ভানু—আরে সর্ব্বনাশ, তা হলে আর তোমাদের—

বাসু—তাহলে মড়া আপনার বাড়ীতেই পড়ে থাকল।

পণ্ডিত—এই ঘোষ, দে বাবা উদ্ধার করে ওকে।

বাসু—না স্যার, আমার শরীর অসুখ

ভানু—দেখি ডোম দিয়ে ফেলতে পারি, তবে চাকরটা কি

জাতের জানিনে, ভালো জাতেরও তো হতে পারে—। সেই জন্যেই তোমাদের মত ইস্কুলের ছেলে থাকতে তার যদি অজাতের হাতে পড়তে হয়—তোমরা ইয়ংম্যান, দেশের সমস্ত সংস্কার থেকে তোমরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, পরোপকারে প্রাণ দেওয়াই তোমাদের কর্ত্তব্য, সেক্ষেত্রে ডোমের হাতে যদি—

বান্টু—কোন ডোম আপনার বাড়ীতে যাবে না।

পণ্ডিত—আরে ভানুবাবু, ও নিষেধ করলে কেউ যাবেনা। যত রাজ্যির ডোম, মেথর, মুদ্দফরাস, কুলি, বাগদি, বস্তী সব ওর কথা শোনে, ঘোষ কিনা, আশী বছর তো আর হয়নি তাই অমন—

ভানু—সর্ব্বনাশ! এসেও যে বিপদে পড়লাম। বাবা তুমি ডোম দিয়েই ফেলে দাও। পয়সা আমি দেবোখন—তা দেব, পয়সা দোব না কেন, তারা গতর দিযে খেটে দেবে, আর তাদের পয়সা আমি দোব না! তাকি হতে পারে, তা আমি দোব, পয়সা আমি দেবো—

বান্টু—মাষ্টার মশাই, আমার শরীর অসুস্থ যে— আমি তো এখন কিছু পারব না।

পণ্ডিত—ভানু বাবু, কাঁধ আপনাকে দিতেই হোল। নতুবা মড়া আপনার ঘরেই পচবে দেখছি, ঘোষ কি না. বুদ্ধি তো হয়নি, কেবল গোয়াতুর্মিটুকুই আছে। তা সন্ধ্যের দিকে নিয়ে যাবেন, কেউ দেখবে না।

ভানু—অগত্যা, তাই! আমি জানি ইস্কুলের ছেলেদের কোন বিবেক থাকে না—

পণ্ডিত—হুঁ, এখনও এটা হয়নি কিনা!

ছেলেরা

ভানু—তাহলে তাই কথা থাকল, সন্ধ্যের দিকে যেয়ো, গিয়ে আমার কিতাথ করে এসো। (প্রস্থান)

বাসু—সে আর বলতে হবে না।

গোপী সকলকে খবর দে, খবর দে, চট করে— (গোপীর প্রস্থান)

বল, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।

(ছেলেদের প্রবেশ)

আরে এসেছিস তোরা। এই সব তৈরী থাকিস সন্ধ্যে বেলা শ্মশানে যেতে হবে।

ছেলেরা—সন্ধ্যায়—

বাসু—তাতে কি, ষাটজন ছেলে হৈ হৈ করতে করতে যাব একেবারে নরক গুলজার!

গোপী—কোথায় চল্লে বাসুদা, আমার আবৃত্তি শুনবে না!

বাসু—আমার একটু দরকার আছেরে তোরা করতে থাক। [প্রস্থান]

গোপী—বিমান, তোরা যাসনে। আমরা সেই কবিতাটা ঠিক করে রাখি—চল্ পরশু কিন্তু দিন।

ষষ্ঠ দৃশ্য

বনপথ

[যাত্রী এসে বসে গাছের ছায়ায়]

সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছে জনৈক ভদ্রলোক। বিষ্টু সামনে থেকে, অনেকটা তাঁকে একটু ধাক্কা লাগায়; অতি দ্রুত তাঁর পকেট থেকে একটি 'পেন' তুলে নেয়। এধারে এসে দেখে কি পেন তারপর প্রস্থান।

[একটি ভিখারী গান গাইতে গাইতে আসছে, অরুণ প্রবেশ করে]

ভিখারী—বাবু, দুটো পয়সা।

অরুণ—কেন!

ভিখারী—ভিক্ষে

অরুণ—কেন!

ভিখারী—খাব বাবু

অরুণ—কাজ করে খেতে পার না?

ভিখারী—বাবু ধর্ম্ম যে!

অরুণ—কি ধর্ম্ম?

ভিখারী—বৈষ্ণব ধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যের—মহাপ্রভুর

যাত্রী—(উত্তেজিত স্বরে) মিথ্যা কথা

অরুণ—হাতে ওটা কি!

ভিখারী—একতারা

অরুণ——ও দিয়ে কি হয়?

ভিখারী—মালা দিয়ে যেমন জপ করি একতারা আর মৃদঙ্গ তেমনি নামকীর্ত্তন। বাবু এই তো সব, এইতো বৈষ্ণব ধর্ম্ম।

অরুণ—সব ঐ লাউয়ের ঠোঙায়!

ভিখারী—ছি, বলতে নেই বাবু। প্রণাম করতে হয়। আহ করেন কি, ভাঙবেন না বাবু, হায় হায় এমন পাষণ্ড!

অরুণ—ভণ্ড কোথাকার। তুমি এতে উপার্জ্জন কর বলে ওকে প্রণাম। যেমন নৌকাপথে ব্যবসা যারা করে তারা ক'রে গঙ্গাপূজা, মহাজন যারা তারা ক'রে হরিনাম! জোচ্চোর কোথাকার! কতকগুলো দেবতাকে রাখছ ভণ্ডামীর সাক্ষী, শেষ পর্য্যন্ত দেবতা তোমার লাউয়ের

ছেলেরা

ঠোঙাটা হয়ে দাঁড়াল—ধর্ম্ম তোমার মানুষ ঠকাতে শিখিয়েছে কেমন? যত সব জানোয়ার!

ভিখারী—ও-হ ভারী তো পুঁচকে ছোড়া এক চড় মারলে—

অরুণ—খবরদার, মেরে ফাটিয়ে দোব কিন্তু…

(বাঁশী বাজাইল)

ভিখারী—বাঁশী বাজায় যে, হারে নিত্যানন্দ……… (পলায়ন)

[ছেলের দলের প্রবেশ]

অরুণ—গোপী, পটলা, বিমান ধর্ ধর্ ভণ্ডটাকে গায়ের আলখাল্লাটা কেড়ে নিবি বস্ত্র সমস্যা মিটবে হাঁ……

(প্রস্থান)

(কবির প্রবেশ)

কবি—যাত্রী

যাত্রী—বল

কবি—থেমে আছ কেন!

যাত্রী—কি জানি আর চলতে পাচ্ছিনে। চারিদিকে কালো হয়ে এলো যে, দেশের কি হবে—

কবি—এখনও কি অতীতেই ফিরতে চাও?

যাত্রী—এখনই তো ফিরতে হবে। বর্ত্তমানে তো শান্তি নেই, ভবিষ্যৎকে জানিনে।

কবি—কিন্তু ভবিষ্যত আছে তো—

যাত্রী—তাওতো জানিনে। সে আসবে কিনা কে জানে। আমি দেখছি অতীতই যেন ঘুরে এল, কিন্তু বড় বিকৃত হয়ে—

কবি—বিকৃত হয়ে!

যাত্রী—যেখানে ছিল সাফল্য সেখানে এসেছে ব্যঙ্গ, যেখানে ছিল প্রেরণা সেখানে দেখছি মূর্চ্ছা—

কবি -যাত্রী ভাই, তুমি কি সত্যিই বুঝেছ এটা বিকৃত—

যাত্রী—তুমি কি বলতে চাও ?

কবি—আমি বলি এইটেই বর্ত্তমান।

যাত্রী—বিকৃতি যদি বর্ত্তমান হয় তবে সে বর্ত্তমান থেকে সরে যাওয়াই তো উচিত।

কবি - বিকৃতি বর্ত্তমান নয় বিকৃতি কালের গতি শুধু।

যাত্রী—কবি, তোমার ধনু দেখছি, দেখছি তোমার তরবারি, কিন্তু তোমার মালা তো দেখতে পাচ্ছি না—

কবি—কেন !

যাত্রী—তুমি বর্ত্তমানের উপাসক অর্থাৎ বিকৃতিই তোমার সত্য যে ; সুন্দর তো তোমার আকাঙ্খার নয় !

কবি—আমি বর্ত্তমান বুঝিনে, অতীত বুঝিনে, ভবিষ্যংও বুঝিনে আমি বুঝি মহাকাল আর তার গতি। তাইতো আমি ফিরিনে আমি থামিনে। তাইতো ভবিষ্যৎ আমার আছে, থাকবে। আঁকা-বাঁকা তটের মাঝখানেই যে চলে স্রোতঃস্বিনী, তটের বক্রতা তো সে চঞ্চলার সম্ভাবনাকে রুদ্ধ করতে পারেনি, বরং যে নদীর তীর সহজ-সরল সে নদীর প্রাণ এসেছে বিশুদ্ধ হয়ে। তাই বর্ত্তমানের বিকৃতি আমাকে ভয় দেখায় না, বিকৃতে আমি বিস্মিত ; বিকৃতি আমার উপাস্য নয়, ভবিষ্যতই আমার আশা।

যাত্রী—আশা অকেজো, অবাস্তব—তাই আমি সেখানে থাকিনে

[প্রস্থান]

কবি—শোন যাত্রী, শোন আমার কথা। চলে গেল।

এ দেখি মৃত্যুর পৃষ্ঠে বেঁচে থাকিবার
দুর্বিসহ বোঝা।
হৃত-বুদ্ধি অতীতের এই যেন খোঁজা
পথভ্রষ্ট বর্ত্তমানে অর্থ আপনার,
শূন্যেতে হারানো অধিকার।
ঐ তার গিরিদুর্গে অবরুদ্ধ নিরর্থ ভ্রূকুটি
ঐ তার জয়স্তম্ভ তোলে ক্রুদ্ধ মুঠি

বিরুদ্ধ ভাগ্যের পানে
মৃত্যুতে করেছে গ্রাস, তবুও যে মরিতে না জানে,
লঙ্ঘন যে করে নাই ভোলামনে
কালের বাঁধের অন্তিম নিষেধ সীমা
ভগ্নস্তূপে থাকে তার নাম হীন—
প্রচ্ছন্ন মহিমা।

কিন্তু যাত্রীকে যে বড় দরকার। সেই যে জীবন। সে-না থাকলে এগোই কি করে! (প্রস্থান)

[অন্যদিক দিয়ে ভানু ও গোপীর প্রবেশ]

গোপী—দাদা ও দাদা আপনার জামার ছিট-টা তো বড় সুন্দর।
ভানু—তোমরাই আমাকে দিয়ে সেদিন সেই অজাত মড়াটাকে কাঁধে করিয়েছিলে কেমন? শয়তান পাজী ছুঁচো।
গোপী—বলছি আপনার জামার ছিট-টা বড় সুন্দর।
ভানু—তাতে তোমার কি হে—
গোপী—ভাই আপনাকে একটা বিনীত নিবেদন—
ভানু—ফক্কর ছেলে কোথাকার—
গোপী—বিনীত নিবেদন আপনার জামার একটু নমুনা কেটে নেব
ভানু—হতভাগা ইয়ার্কি মারবার আর জায়গা পাওনি!
গোপী—আপনি চটে গেলেন দেখছি!
দিননা একটু নমুনা, নোব…নেই?
ভানু—খবরদার কাঁচি বসিওনা বলছি, মারব এইসা এক থাপ্পড়—
গোপী—কি আপনি চড় মারলেন…
(বাঁশী বাজাইল, অরুণ ইত্যাদি ছেলের দলের প্রবেশ)
অরুণ—কে, কে, মারলরে-পটলা, বঙ্কু,
ভানু এইসব বাঁদর—
অরুণ—চুপ করুন, গান হবে
ভানু—ওহে তুমি মথুরদার ছেলে নও, আমাকে তুমি চেননা?
অরুণ—চিনি অপনি একাউণ্ট্যাণ্ট কাকাবাবু। তা কাকাবাবু একটা গান শুনুন না। আহ্ ধরনা গোপী—
ভানু—দেখ…
অরুণ—উহু কোন কথা নয়, গান আরম্ভ হয়েছে।

(সকলে ভানুকে মধ্যে রেখে গোল হয়ে)

ধন্য রাজার পুণ্য দেশ ধন্য রে তার হাতী
একবার হরি হরি বল
হাতী যারা মারল তারা ফাঁপল রাতারাতি
যত লক্ষ্মীপেঁচার দল।
হাতীর শোকে কাঁদল যারা চাপড়ে
বুকের ছাতি
একবার হরি হরি বল
চোখের জলের ছাপা বেচে
কিনল রাতারাতি
যত সারস্বতের দল।
হাতীর জন্যে হন্যে হয়ে করেন মাতামাতি
একবার হরি হরি বল
নির্ব্বাচনে কেল্লা জিতে ফুলে হবেন হাতী—
যত গণপতির দল।
বিশ্বময় ছড়িয়ে গেছে মরা হাতীর খ্যাতি
একবার হরি হরি বল।
অগৌরবের বড়াই করি আমরা হাতীর জাতি
যত বেঁচে মরার দল।

বেরোবেন না, বেরোবেন না—ঘিরে নিয়ে যাব সব—
ভদ্র—ইয়ার্কি পেয়েছে না যত সব বোম্বেটে কোথাকার। (প্রস্থান)
অরুণ—এই ভাগলো ছুট ছুট ধর ধর।

[অরুণ ভিন্ন অন্য সকলের পিছনে পিছনে প্রস্থান]

[কবির প্রবেশ]

কবি—অরুণ ! তুমি এমন কর কেন।
অরুণ—এরা সব ভণ্ড।
কবি—এদের তুমি কি করতে চাও।
অরুণ—এদের খাপছাড়া করে দিতে চাই।
কবি—কিন্তু তুমি তো কবি, তুমি তো গড়বে—ভাঙবে না।
অরুণ—তুমি কোথাকার পণ্ডিত মশাই ! গড়ার আগে যে ভাঙেন তা জান না ! আমি ভেঙে আমার মনোমত গড়ব। তোমার গলায় কিসের মালা ?
কবি—বলত কিসের ?

অরুণ—চিনিনা তো, তবে বড় ভাল ফুল—না ?
কবি—তুমি নেবে ?
অরুণ—দাও না ?
কবি—আমার সঙ্গে বন্ধু পাততে হবে···রাজী ?
অরুণ—হ্যাঁ।
কবি—আমার এই তরবারি ছুঁয়ে বল, কৈ ছোঁও।
অরুণ—ছুঁতে যে পাচ্ছি না, আমার চোখ যে ঝল্‌সে যায়। আমার বুক যে কাঁপছে, পাচ্ছিনে। আমাকে ধর, ধর আমি যে দাঁড়াতে পাচ্ছিনে।
কবি—এই তরবারির দিকে লক্ষ্য রেখো, এস···এস হাঁ···এমনি করে এস···এস···এস হাঁ। [উভয়ে প্রস্থান]

[অন্যদিক দিয়ে ঠিকাদার ও বিষ্টুর প্রবেশ]

বিষ্টু—বাবু পেন কিন্‌বেন ?
ঠিকাদার—হাঁ কিন্‌বো, কি পেন আছে দেখি।
বিষ্টু—ভালো পেন Senior Pilot.
ঠিকাদার—কেত্‌না দাম।
বিষ্টু—কত দেবেন ?
ঠিকাদার—আগারি উ দেখ্‌লাও।
বিষ্টু—এই যে....দাম....। বড় অভাবে প'ড়ে বিক্রী কর্‌ছি কিনা।
ঠিকাদার—ইয়ে পেন কিস্‌কা।
বিষ্টু—মেরা ভাইয়াকো...মানে দাদার....উতো মারা গেছে অথচ খাওয়া চলছে নেহি...উস্‌কে জন্যে। আপ ষাট্‌ টাকা দিন।
ঠিকাদার—নেহি, ইয়ে তো পুরা—না। তিরে-ইস্‌।
বিষ্টু—মাত্র... ..। না পাচ্ছিনে সাহেব।
ঠিকাদার—আচ্ছা পত্‌ত্রিশ !
বিষ্টু—চল্লিশ দিয়ে নিয়ে নিন। দেবেন না ?
ঠিকাদার—নেহি তব্‌ চলা যায়।
বিষ্টু—আচ্ছা নিন।

(ঠিকাদার মণিব্যাগ বাহির করিতেই বিষ্টু সমস্ত ব্যাগটা কাড়িয়া লইয়া দৌড় দিল)

ঠিকাদার—আরে চোট্টা আছে—চোট্টা—পাক্‌ড়ো—পাক্‌ড়ো ! (প্রস্থান)

[অন্যদিক দিয়া পুনরায় বিষ্টুর প্রবেশ]

বিষ্টু—অরুণ! অরুণ, কোথায় ভাই। আমি যে আর পারিনে; পারিনে এ জীবন বইতে। না, না। এতেও তো শান্তি নেই। এতেও যে স্বস্তি নেই—তৃপ্তি নেই। ধাপে ধাপে কেবল নেমেই যাচ্ছি। অরুণ আমাকে বল্—অরুণ কি করবো বল্।

মনে করেছিলাম দুর্নাম যখন হলই, তখন সেই ভালো—চোরের কাজই আরম্ভ করবো। [যাত্রীর প্রবেশ]

আপনি কে?

যাত্রী—হয়ত ঠাহর করলে চিনতে পারবে।

বিষ্টু—দেখুন, আমি চুরি করতাম।

যাত্রী—আমি জানি।

বিষ্টু—জানেন অথচ নিষেধ করেননি তো!

যাত্রী—লাভ নেই।

বিষ্টু—কেন?

যাত্রী—জগত যখন ধ্বংসের পথে যায় তখন তাকে কেউ আটকাতে পারে না।

বিষ্টু—পারে না?

যাত্রী—না।

বিষ্টু—তবে আমরা ধ্বংসের পথে যাচ্ছি কেন?

যাত্রী—নিয়ম।

বিষ্টু—এ নিয়ম কি আর কখনও ঘটেছে?

যাত্রী—না।

বিষ্টু—তবু নিয়ম!...কিন্তু এ নিয়ম কেন?

যাত্রী—কি জানি তাইতো জানিনে ভাই।

বিষ্টু—বোধ হয় ঈশ্বর করছেন—না!

যাত্রী—হবে।

বিষ্টু—হবে কেন, ঠিক করে বলুন না।

যাত্রী—আমিই যে জানিনে।

বিষ্টু—ও! দেখুন আগে আমি চোর ছিলাম না। ভালো ছেলে ছিলাম, চুরি আমি করতে চাইনি, তবু—

যাত্রী—তবু করছ কেন?

বিষ্টু—বলতে পারেন, বিদ্যাসাগর এত কষ্ট করে লেখাপড়া শিখলেন, আমি পারলাম না কেন?

যাত্রী—সেটা তাঁর স্বভাবে ছিল।
বিষ্টু—সব স্বভাব, সব নিয়ম!
যাত্রী—হাঁ।
বিষ্টু—আমার এমন স্বভাব নেই?
যাত্রী—না।
বিষ্টু—কেন!
যাত্রী—জানি না!
বিষ্টু—আপনি রাগ করলেন। কিন্তু সত্যি বলছি চুরি করা আমার স্বভাব নয়।
যাত্রী—চুরি করে তোমার অভাব মিটেছে?
বিষ্টু—না।
যাত্রী—তবু কর কেন! অভাব মেটেনা তবু চুরি কর! যারা উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে তারা কর্ম্মী, যারা আপনা থেকে কাজ করে তাদের সেটা সহজাত-কর্ম্ম, স্বভাব!
বিষ্টু—কিন্তু আমার এ স্বভাব কেন, আমি তো জানি জন্ম থেকে এমন স্বভাব আমার ছিল না। বিশ্বাস করুন, সত্যি বিশ্বাস করুন আমায়। আচ্ছা, এর কি শুধরাবার কোন উপায়ই নেই!.......চুপ করে থাকলেন কেন—বলুন না।......কই বলুন!...বলুন না—

[যাত্রী হতবাক্, বিমূঢ]

[কবি ও অরুণের প্রবেশ]

কবি—হ্যাঁ এস এস—হাঁ, দেখত এখন তরবারির কাছে পৌঁছতে পার কিনা।
অরুণ—না—তো।
কবি—চোখে দেখতে পার—
অরুণ—হাঁ।
কবি—তবে আরও একটু চল।
যাত্রী—কবি—
কবি—কে, যাত্রী!
যাত্রী—হ্যাঁ—
কবি—বল।
যাত্রী—বলতে পার মানুষের এ দুর্দ্দশার শেষ কোথায়! বলতে পার এ ধ্বংস থেকে মানুষ বাঁচবে কিনা!

কবি—সেই কথাই তো আমি বলে থাকি যাত্রী।

যাত্রী—বলনা আমি বড় বিপদে পড়েছি।

কবি—যাত্রী, কতদিন তো বলেছি শুধু ঘুরেই মরছ, একটু এগিয়ে চল, শোন, দুর্দ্দশার শেষ নেই।

যাত্রী—শেষ নেই।

কবি—ধ্বংস থামবে না।

যাত্রী—কবি, তবে আর তুমি কি বলছ?

কবি—বলছি, ঐ দুর্দ্দশা সুখের রূপ নেবে। ধ্বংস থামবে না, এবার সে চলবে সৃষ্টির সঙ্গে মিলে।

যাত্রী—অর্থাৎ।

কবি—অর্থাৎ যে বীজ বৃক্ষের প্রাণ নেয়, সেই বীজই যে বৃক্ষের প্রাণ দেয়।

যাত্রী—বুঝলাম, একজনের মৃত্যুতে আর একজনের জন্ম।

কবি—না তা নয়, ধ্বংসের অনুপস্থিতিতেই সৃষ্টির আবির্ভাব, একথা আমার নয় একথা তোমার। আমি বলি নতুনের ভেতর সৃষ্টি আর বিধ্বংস মিলে আছে।

যাত্রী—এমন কথা তো শুনিনি।

কবি—শুনেছ, তোমার পুরাণে আছে হরিহর মূর্ত্তি। নতুনটা সেই হরিহর।

যাত্রী—তুমি সেখানে যাবার পথ কি বাৎলে দিতে পার?

কবি—বোধ হয় পারি—যদি তুমি অমন চড়কি না ঘুরে আমার সঙ্গে চল।

যাত্রী—আমি অন্ধ নই আমি আগে দেখতে চাই তেমন পথ তোমার আছে তবে তোমার হাত ধরব, নতুবা নয়। আমি প্রাচীন, অত সহজে ভুলিনে।

কবি—তুমি না মিশলে সবটুকুতো দেখাতে পারিনে ভাই, শুধু আভাষ দিতে পারি।

যাত্রী—তাই দাও।

কবি—আচ্ছা।

অরুণ—আমি তরবারি ছুঁতে পাচ্ছি। কবি এইতো ধরলাম। কবি মালা দাও।

কবি—হাঁ দোব, ঐ শোন।

বিষ্টু—ও তো বাস্থুর গলা, অরুণ জানিসনে বাস্থু যে স্বদেশী হয়েছে।
কবি—চুপ শোন।

[নেপথ্যে—কদম কদম বাড়ায়ে যা']

(বাস্থুর প্রবেশ পিছনে ছাত্রদল)

বাস্থু—ইনকিলাব।
ছেলেরা—জিন্দাবাদ।
বাস্থু—আপনারা দাঁড়িয়ে যে আস্থন, বসে থাক্‌বেন না চলে আস্থন।
যাত্রী—তোমার হাতে কি?
বাস্থু—মশাল আর পতাকা।
যাত্রী—মশাল দিয়ে কি হবে?
বাস্থু—পথ যে অন্ধকার। আমাদের তো দিন রাত্রি কিছু নেই।
যাত্রী—আর পতাকা!
বাস্থু—ও, আপনারা কেবল তর্কই করবেন না, আমার দাঁড়াবার সময় নেই।
যাত্রী—কোথায় যাচ্ছ, ওদিকে যেওনা, ওদিকে পুলিশে গুলি চালাচ্ছে।
বাস্থু—গুলির ভয়ে গুলি খেয়েই পড়ে থাকুন আপনারা—এস, এস সব
কবি—আমাদের আসতে দাও।
অরুণ—তরবারি পেয়েছ, যাও তুমি বাস্থুর পার্শ্বে। তুমি বিষ্টু, তুমি নাও আমার ধনু। এস যাত্রী আমরা এদের সঙ্গে মিলে যাই!
বাস্থু—তোমার মালাটা যেন চেনা চেনা লাগছে।
কবি—তুমি নেবে?
বাস্থু—নেব বলেই তো চলেছি এতদূর।
কবি—তা হলে আমি থাকলাম তোমাদের সঙ্গে, ওখানে পৌছতে পারলে পাবে নতুবা নয়। কৈ গান থামিয়ে দিলে কেন?
বাস্থু—না থামিয়ে দিইনি, নতুন করে আরম্ভ করবো।
(সকলে) জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে

ভারত ভাগ্যবিধাতা।

শুদ্ধিপত্র

ছেলেরা

পত্রাঙ্ক	পংক্তি	ভুল	শুদ্ধ
১৬	৫	একাউন্ট	একাউন্ট্যান্ট
২৩	১	তেল চুরি করে আননি !	তেল তুমি চুরি করে আননি !
২৩	৫	বন্ধু ও খুন	বন্ধু। ও খুন···
২৫	২৩	ভজুয়ানা	ভজুয়ানা
২৯	১	সেই জন্যেই	সেই জন্যেই।
৩৫	২০	ইয়ার্কি পেয়েছে না	ইয়ার্কি পেযেছেন,
৩৬	২৩	পুরা—না।	পুরানা।
৩৬	২৭	চলা যায়,	চলা যাও।
৪০	১৩	তর্কই করবেন না,	তর্কই করবেন। না, আমার··
৪০	১৮	অরুণ—তরবারি	অরুণ, তরবারি পেয়েছ,

———o———

ইস্কুল

পত্রাঙ্ক	পংক্তি	ভুল	শুদ্ধ
১	১৭	আমি, কর্তাটার	'আমি'-কর্তাটার
৪	২৩	গুপ্তোটা	গুঁফোটা
৫	৮	কিরে শিখব ?	কি করে শিখব ?
৬	২১	দেয়ালে বসে।	চেয়ারে বসে।
৭	৮	লিখতে হবে না ?	শিখতে হবে না ?
৭	৯	লিখিতে	শিখতে
৭	২৪	তাদের কাছে	তাদের কাজে
৯	১৩	বস গিয়া	রাগিয়া গিয়া
১১	২২	আপনার কি হয়েছে	আপনার কি হয়েছে ;
১২	১১	নিবুদ্ধিতাকে বিনষ্ট করা	নির্বুদ্ধিতাকে বিনষ্ট করা,

২০	১৯	কচাকচি করে	কচকচি করে,
	২৪	ভেড়ীর	ভেড়ার
২২	১	বটারসি	বটারলি
২৩	১৯	Scamp	Scamp
২৫	৪	স্পষ্ট	স্পর্শ
২৬	৯	চিন্তার	চিন্তায়
২৬	১৫	দিতে হচ্ছে	দিতে হচ্ছে,
২৬	১৯	পড়িলেন	নাড়িলেন
২৭	১৯	এই	নই
২৭	১৯	থাকবে	থাকবে না,
২৭	১৯	পারব বা	পারব না,
২৮	১৬	ওর উনি	ওঁর ছেলে উনি
২৯	২৪	বি, এ	কি, এ
৩০	১০	সব পবিত্র	মন পবিত্র
৩০	১৫	ভৈরব কাঁচি	[ভৈরব কাঁচি
৩১	১০	তোমাদের	তোদের
৩১	১৬	মুকুরামের	মুকুন্দরামের
৩১	২০	দুর্গাবলে	দুর্গা বলে'
৩২	২	খাঁকি নয় ।	খাঁকি নয় !
৩২	৩	idiot ধর্ম্মগ্রন্থ	idiot…ধর্ম্মগ্রন্থ !
৩২	৭	আছে তার মধ্যঘরে	আছে মধ্যঘরে
৩২	১৩	ফিরি [	ফিরি।
৩২	১৫	এড়িয়া ছিল	এড়িয়া জল
৩২	২৪	পীতের পরিত্রাণ ॥	শীতের পরিত্রাণ ॥